জানুয়ারি ২০১৪, পৌষ-মাঘ ১৪২০

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

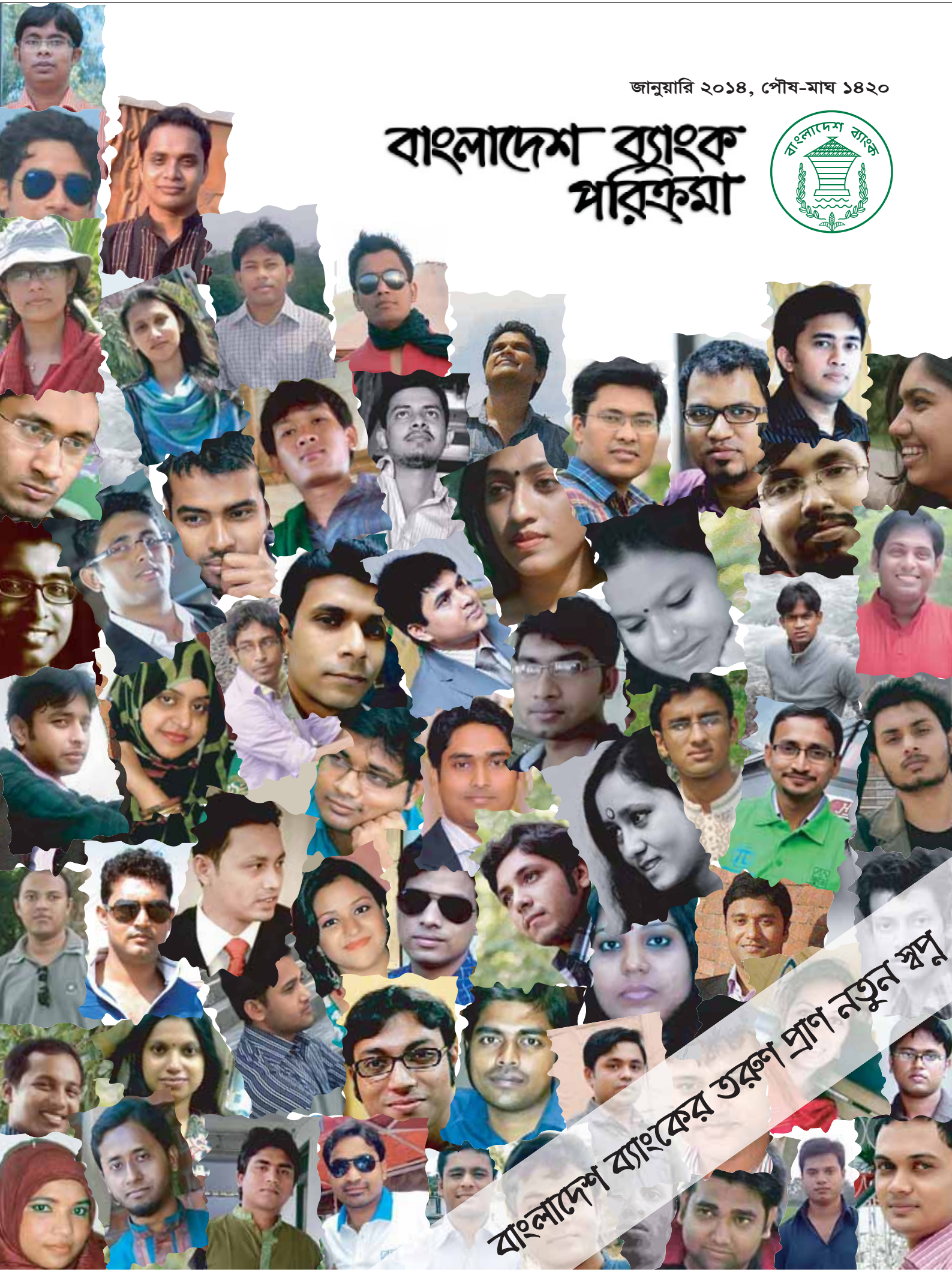

ব্যাংলাদেশ ব্যাংকের তরুণ প্রাণ নতুন স্বপ্ন

স্বাগত ২০১৪

দিনে দিনে বর্ষ শেষ হয়ে গেল। একটি বছর যখন চলে যায় তখন সেই পুরনো সত্যটি সামনে চলে আসে - সময় এবং নদীর স্রোত কারও জন্য অপেক্ষা করে না। 'বর্ষশেষ' কবিতায় কবিগুরু বলেছিলেন, 'শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি/শরমের ডালি/নিশি-নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের/ধূমাঙ্কিত কালি/লাভক্ষতি - টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ-ভাগ/কলহ সংশয়–? সহে না সহে না আর জীবনের খণ্ড খণ্ড করি/দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়'; কিন্তু সয়ে যাচ্ছি আমরা। তবু জীর্ণ-পুরনোকে পেছনে ফেলে নতুন বছরের এই নবীন প্রভাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, আমাদের অগণিত পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি রইল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। শুভ নববর্ষ। সবার জন্য শুভ কামনা।

সম্পাদনা পরিষদ

- **উপদেষ্টা**
  ম. মাহফুজুর রহমান
- **সম্পাদক**
  এফ. এম. মোকাম্মেল হক
- **বিভাগীয় সম্পাদক**
  মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার
  মোঃ জুলকার নায়েন
  সাঈদা খানম
  লিজা ফাহমিদা
  মহুয়া মহসীন
  নুরুন্নাহার
  আজিজা বেগম
  ইন্দ্রাণী হক
  বিশ্বজিত বসাক
- **অতিথি সম্পাদক**
  শারমিন প্রধান
  মোহাম্মদ সানাউল আলম
  মিয়া সাকিব আনাম
- **গ্রাফিক্স**
  ইসাবা ফারহীন
  মোহাম্মদ আবু তাহের ভূঁইয়া

সেখ মোহাম্মদ সফি বাংলাদেশ ব্যাংকে ১৯৭২ সালে যোগদান করেন। এর আগে তিনি স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন। ব্যাংকের বিশেষায়িত বিভাগ গবেষণা বিভাগে তিনি দীর্ঘদিন কর্মরত থাকার পর ১৯৯৭ সালে মহাব্যবস্থাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। ব্যাংক পরিক্রমার ধারাবাহিক স্মৃতিময় দিনগুলোর এবারের পর্বে তিনি অতিথি হিসেবে আমাদের সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

কর্মময় জীবনের পর বর্তমান সময় কিভাবে কাটছে ?

ভালো কাটছে, চোখে একটু সমস্যা ছাড়া সবমিলিয়ে সুস্থই আছি। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করি, তারপর দীর্ঘসময় আমি সংসার, ধর্ম ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছি। কাজের ভেতর দিয়েই সময় বয়ে যাচ্ছে।

আপনার পরিবার সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

আমার সহধর্মিনী ১৯৯১ সালে ইন্তেকাল করেন। আমার তিন ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। তারা সবাই বিবাহিত।

মুক্তিযুদ্ধ ও তার পরবর্তী সময়ের আপনার অভিজ্ঞতা জানতে চাই।

অ্যাসিস্ট্যান্ট রিসার্চ অফিসার হিসেবে ১৯৬৮ সালে আমি স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের করাচী অফিসে যোগদান করি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন খুবই আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাতাম। পরিবারের সাথে সরাসরি যোগাযোগ বন্ধ ছিল। আমি লন্ডনে আমার আত্মীয়ের মাধ্যমে নোয়াখালীতে আমার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতাম। তারাও সেইভাবে যোগাযোগ রাখতো। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমরা পাকিস্তানে প্রায় বন্দী জীবন যাপন করি। ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসে বাঙালিদের চাকরি থেকে একপ্রকার বহিষ্কার করা হয়। একদিকে দেশে ফেরার কোন অনুমতি নেই, অন্যদিকে পাকিস্তানেও থাকা যাবে না।

প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক সেখ মোহাম্মদ সফি

পাকিস্তানে তখন বাঙালি পেলেই জেলে দিত। বেলুচিস্তানের এক ভদ্রলোক একহাজার রুপীর বিনিময়ে বাসে করে করাচী থেকে আমাদের কাবুলে ভারতীয় হাইকমিশনের সামনে পৌঁছে দেয়। ভারতীয় হাইকমিশনের সহায়তায় দেশে ফিরি।

বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকরিতে যোগদানে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন কি ?

বাংলাদেশে এসে ভীষণ অনিশ্চয়তার মাঝে দিন কাটছিলো। নোয়াখালী থেকে ঢাকায় এসে মতিঝিলে টিএন্ডটি কলোনিতে এক আত্মীয়ের বাসায় উঠি। সেখান থেকে একদিন বাংলাদেশ ব্যাংকে আসি। চাকরির কোন আশা মনে তখন ছিল না। ব্যাংকের প্রবেশ পথেই আমার সহকর্মী মোঃ ওয়ারিসুজ্জামানের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে ঐদিনই পার্সোনাল ডিপার্টমেন্টের কাজ সম্পন্ন করে আমার যোগদানের ব্যবস্থা করে দেন।

বিশেষায়িত বিভাগে দীর্ঘ কর্মজীবন শেষ করেছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রেক্ষাপটে এ ধরনের বিভাগে কাজের পরিতৃপ্তি কী রকমের ?

বিশেষায়িত বিভাগে কাজ করার তৃপ্তি আছে। একই ধরনের কাজের সাথে নিজেকে দক্ষ ও অভিজ্ঞ করে তোলা সম্ভব হয়। সহকর্মীদের সাথে আন্তরিকতা থাকে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিবর্তন সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি ?

বাংলাদেশ ব্যাংকে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। আধুনিক কর্মপরিবেশ, লজিস্টিক সাপোর্ট, আমাদের সময়ের চেয়ে এখন অনেক বেশি। গবেষণা বিভাগে একসময় একটি মাত্র হ্যান্ড ক্যালকুলেটর ছিল। এখনতো প্রায় সব কর্মকর্তাই কম্পিউটার, ইন্ট্রানেট, ইন্টারনেট ছাড়াও নানা ডিজিটাল সুবিধায় সমৃদ্ধ হয়ে কাজের সুবিধা পাচ্ছেন। ব্যাংকে মেডিকেল সুবিধাও অনেক উন্নত হয়েছে। এ এক যুগান্তকারী পরিবর্তন।

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার পক্ষ হতে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

আপনাকে এবং পরিক্রমার টিমকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও শুভকামনা।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

> ধনী দেশের প্রধান অর্থনীতিবিদ হওয়ার চেয়ে আমি নিজ দেশের গভর্নর পরিচয় দিতেই গর্ববোধ করব।
>
> – ড. আতিউর রহমান

স্বপ্ন দেখেন বাংলাদেশের ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিক খাতকে উন্নতির শিখরে পৌঁছানোর। অর্থনীতির গতি সম্প্রসারণের পাশাপাশি দেশের প্রান্তিক মানুষদের ভালো করার জন্যও ব্যস্ত সারাক্ষণ। অভিজ্ঞ ও নতুন কর্মচারীদের সমন্বয়ে বাংলাদেশ ব্যাংককে করতে চান আরও গতিশীল। শত ব্যস্ততার মাঝেও নতুনদের কাছে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান পৌঁছে দিতে কোন ক্লান্তি নেই তাঁর। বাংলাদেশ ব্যাংকে ২০১৩ সালে যোগদান করা এবং বর্তমানে বিবিটিএ'তে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণরত সহকারী পরিচালকদেরকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে গভর্নর ড. আতিউর রহমান জানান তাঁর স্বপ্ন ও পরিকল্পনার কথা। আর বিভিন্ন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাও বর্ণনা করেছেন এ সাক্ষাৎকারে।

দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে মনোনীত হওয়ার খবর কিভাবে জানলেন ?

সেসময় একটি সেমিনারে অংশ নিতে নেপালে ছিলাম। অর্থমন্ত্রী ফোন করে দেশে আসতে বলেন। বারবার কারণ জানতে চাইলেও তিনি কিছু না বলে ওইদিন দেশে এসেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। ওইদিন বিকেলেই আমার দেশে ফেরার ফ্লাইট ছিল। বিকেল ৫টার দিকে আমি ঢাকায় পৌঁছানোর পর সেলফোন চালু করি। এরপর থেকেই একের পর এক ফোন আসা শুরু হয়। এসএমএস, ফোনের মাধ্যমে সবাই অভিনন্দন জানানো শুরু করে। এয়ারপোর্টের বাইরে প্রচুর সাংবাদিক অপেক্ষা করছিল। এরকম সময়ে আমার সঙ্গে একই ফ্লাইটে আসা একটি ছেলে বলে, স্যার চলুন আপনাকে এগিয়ে দেই। একা একা এখন আপনার বের হতে কষ্ট হবে। এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে র‍্যাডিসন হোটেলে আসার পর আমার সেলফোনের ব্যস্ততা একটু কমে। এরপর আমি অর্থমন্ত্রীকে ফোন দেই। তিনি বলেন, আমি দেশে আসার পর তোমাকে এ খবর দিতে চাচ্ছিলাম। তবে তুমি এতক্ষণে নিশ্চয়ই খবর পেয়ে গেছ। অভিনন্দন।

নবনিযুক্ত সহকারী পরিচালকদের সাথে আলাপরত গভর্নর ড. আতিউর রহমান

গভর্নর মনোনীত হওয়ার পর আপনার তাৎক্ষণিক অনুভূতি কি ছিল ?

এটা অনেক বড় একটি বিষয় ছিল। বিষয়টি জানার পর আমার কাছে মনে হলো, নতুন কিছু করার সুযোগ পাব। আরও বড় পরিসরে অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হতে পারব। এ চ্যালেঞ্জটি নেয়ার তাগিদ অনুভব করছিলাম। এ পদে নিযুক্ত হবার কিছুদিন পর আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করি। তাঁর কাছে আমি দু'টি দাবি জানাই। প্রথমে বলি, আমি সবসময় ফতুয়া পরে এসেছি। এখনও তাই পরব। প্রধানমন্ত্রী জানতে চান, আপনার আগের গভর্নররা কি পোশাক পরতেন ? অন্য দেশের গভর্নররা কি পরেন ? আমি জানাই, তারা সবাই স্যুট পরেন। কিন্তু আমি ফতুয়া পরেই কাজ করব। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ঠিক আছে। কোন সমস্যা নেই। আপনি সাহসী মানুষ।

দ্বিতীয় বিষয়টি কি ছিল ?

যেহেতু আমি গুরুত্বপূর্ণ পদে বসতে যাচ্ছি তাই তাঁকে আমি বলি যে, আমি যাতে সার্বক্ষণিক আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই আমার তাৎক্ষণিকভাবে পরামর্শ নেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। তিনি এ বিষয়েও আমাকে আশ্বস্ত করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়ে শুরুতে আপনার পরিকল্পনা কি ছিল ?

সবসময়ই আমি এটিকে মানবিক ব্যাংক করতে চেয়েছি। প্রথাগত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ করার পাশাপাশি যারা ব্যাংকিং সেবা পায় না, তাদেরকেও এর আওতায় আনতে চেয়েছি। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে আমি জোর দিতে চেয়েছি। এখানে যোগদানের পরই আমি এখানকার শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করি। আমরা ব্যাংকের জন্য কৌশল নির্ধারণ করি। সেখানে শীর্ষে ছিল আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের বিষয়টি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব নেয়ার পর এখানে আনা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে জানতে চাই।

এখানে যোগদানের পর কৃষিঋণ বিভাগকে আরও শক্তিশালী করেছি। এসএমইকে কৃষি বিভাগ থেকে আলাদা করেছি। এছাড়া গ্রিন ব্যাংকিং ও সিএসআর বিভাগ চালু করেছি। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ

ব্যাংকের কর্মকর্তাদের বাইরে বৃত্তির সুযোগ-সুবিধা আরও বেশি পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া আমি এখানে যোগদানের আগে মুদ্রানীতি ভিন্নভাবে প্রণয়ন করা হতো। সেসময় বাংলাদেশ ব্যাংক কারও সঙ্গে আলোচনা না করেই মুদ্রানীতি প্রণয়ন করত। আমি আসার পর এ বিষয়টিতে পরিবর্তন নিয়ে আসি। আমার সময় থেকে অনেক পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে মুদ্রানীতি প্রণয়ন করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। সরকার, ব্যবসায়ী, সাধারণ মানুষ সবার সঙ্গেই আলোচনা করা হয়। এছাড়া আরও একটি বিষয় রয়েছে যেটিকে আমি নিজের বড় একটি অর্জন বলে মনে করতে চাই। ব্যাংকের স্বতন্ত্র বেতন কাঠামোর বিষয়টি নিয়ে আমি আশাবাদী। আমি মনে করি খুব দ্রুতই এটি বাস্তবায়ন হবে। এছাড়া বিশ্বের প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে আমি একটি হটলাইন দিয়েছি। ১৬২৩৬ নম্বরে ফোন করে যে কোন গ্রাহক তার অভিযোগের কথা জানাতে পারেন। গত বছর এ নম্বরে সাত হাজার অভিযোগ জমা হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচ হাজার অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হয়েছে। নরওয়েতে এক সেমিনারে আমি এ হটলাইনের কথা বলার পর সবাই অবাক হয়ে যায়। এর বাইরে পুরো ব্যাংকটিকে আমি ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা নিয়েছি। কর্মকর্তাদের জন্য কিউবিক্যালসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমি চাই এখানে চাকরি করা কর্মকর্তারা নিজেদের নিয়ে গর্ববোধ করুক।

এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত না হলে কোন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হতেন ?

আসলে অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করব এ বিষয়টি আমি কখনও ভাবিনি। ক্যাডেট কলেজে পড়ার সময় আমার এক বন্ধু ছিল নাভিদ। এইচ.এস. সির ফলাফলে আমি প্রথম দশজনের মধ্যে ছিলাম। একদিন নাভিদদের বাসায় যাই। ওর বড় বোন জুলফিয়া আপা আমাকে বলেছিলেন অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করতে। আমি তাকে বলেছিলাম, আমি অর্থনীতির কিছুই বুঝি না। আমি কিভাবে পড়ব ? তখন তিনি আমাকে অর্থনীতির একটি বই ও কিছু নোট দেন। সেগুলো পড়ার পর বিষয়টির প্রতি আগ্রহ জন্মায়। সেসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য কেবল ভাইভা নেয়া হতো। ভাইভাতে আমার কাছে জানতে চাওয়া হয় অর্থনীতি পড়তে চাও কেন ? ইকনোমিক থিওরি তো বুঝবে না। আমি বলেছিলাম, স্যার আমি ইকনোমিক থিওরি না বুঝতে পারি, কিন্তু থিওরি বুঝি। এরপর অর্থনীতি নিয়ে তারা কিছু প্রশ্ন করেন। আমি সেগুলোর ভালোমতো উত্তর দেই। এভাবেই আমি অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হই। আর অন্য কিছুর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ ছিল না।

কাজের জন্য অনেকের কাছে আপনি প্রশংসা পান আবার, একই কাজের জন্য সমালোচিত হতে হয়। এ চাপ কিভাবে সামলান ?

শুরুতে কষ্ট লাগত। কিন্তু এখন সহ্যশক্তি বেড়েছে। এখন সমালোচনাকে খুব বেশি গুরুত্ব দেই না।

সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান

ভবিষ্যতে অন্য কোন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান হবার দায়িত্ব পেলে কি করবেন ?

দায়িত্ব নেব না। কারণ আমি দেশের জন্য কিছু করতে চাই। আমি নাম বলব না। একটি ধনী দেশ আমাকে অনেক টাকার বিনিময়ে তাদের দেশের প্রধান অর্থনীতিবিদ হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। ধনী দেশের প্রধান অর্থনীতিবিদ হওয়ার চেয়ে আমি নিজ দেশের গভর্নর পরিচয় দিতেই গর্ববোধ করব।

রাগ হয় কখন ?

যখন ব্যাংকের কর্মকর্তাদের দুর্নীতির কথা শুনি। কারণ আমি তাদেরকে অনেক সুবিধা দেয়ার চেষ্টা করি। এরপরও দুর্নীতি হলে প্রচণ্ড রাগ হয়।

আপনার প্রিয় রং ও পোশাক ?

রং নীল, পোশাক ফতুয়া।

প্রিয় খাবার ?

আসলে অনেক খাবারই প্রিয়। বিশেষভাবে বলতে গেলে ছোট মাছ আমার খুবই পছন্দের খাবার। এছাড়া আমি সকালে চিড়া, দুপুরে রুটি আর রাতে ভাত খাই।

প্রিয় মানুষ ?

আমার স্ত্রী ও তিন কন্যা। আমার তিন মেয়ের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন লেখা থেকে নেয়া হয়েছে।

প্রিয় ব্যক্তিত্ব ?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রিয় চলচ্চিত্র ?

অপুর সংসার।

প্রিয় জুটি ?

উত্তম-সুচিত্রা।

বর্তমান সময়ের লেখকদের মধ্যে প্রিয় ?

অনেকেই আমার পছন্দের লেখক। এরমধ্যে বিশেষভাবে বলতে গেলে ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল।

গভর্নর হিসেবে আপনার অনেক ক্ষমতা রয়েছে। এরপরও নিশ্চয়ই আপনারও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সেগুলো সম্পর্কে জানতে চাই।

পুরোপুরি স্বাধীনতা নেই। আমাকেও সবকিছু আইনের মধ্যে থেকেই করতে হয়। গভর্নর হিসেবে আমাকে বিদেশি গভর্নরদের সঙ্গে কাজ করতে হয়। এজন্য প্রায়ই আমার দেশের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু চাইলেও সবকিছু দ্রুত করা সম্ভব হয় না।

পূর্ববর্তী গভর্নরদের মধ্যে আপনার পছন্দের কে ছিলেন ?

অনেকেই পছন্দের। তবে ডঃ ফখরুদ্দীন আহমদকে আমি বিশেষভাবে পছন্দ করি।

পরবর্তী গভর্নরের জন্য আপনার পরামর্শ।

সৎ সাহস থাকতে হবে। দৃঢ়চেতা হতে হবে। আর উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগ দেয়া নতুন কর্মকর্তাদের প্রতি আপনার উপদেশ।

সবসময় জানার চেষ্টা করতে হবে। মানুষদের সঙ্গে মিশতে হবে। আর ট্রেনিংগুলো মনোযোগ দিয়ে করতে হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে:
শারমিন প্রধান, মোহাম্মদ সানাউল আলম সমু, মিয়া সাকিব আনাম

রাজশাহী অফিস

মানি এন্ড ব্যাংকিং ডাটা রিপোর্টিং শীর্ষক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমীর আয়োজনে Money and Banking Data Reporting শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ কোর্স ১৮ আগস্ট ২০১৩ বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী অফিসের মহাব্যবস্থাপক জিন্নাতুল বাকেয়া। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীর মহাব্যবস্থাপক শেখ আজিজুল হক।। প্রশিক্ষক ছিলেন পরিসংখ্যান বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল হাই এবং একই বিভাগের উপ মহাব্যবস্থাপক মোঃ লুৎফুল কবির। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের আওতাধীন বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের ৪০ প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

মানি এন্ড ব্যাংকিং ডাটা রিপোর্টিং কর্মশালায় মহাব্যবস্থাপক জিন্নাতুল বাকেয়া

ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স সিস্টেমস বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্ট এর আয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী অফিসে 'পাবলিক অ্যাওয়ারনেস' শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজশাহী অফিসের মহাব্যবস্থাপক জিন্নাতুল বাকেয়া প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক খগেশ চন্দ্র দেবনাথ। সেমিনারে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্টের যুগ্ম পরিচালক মোঃ ইস্তেকমাল হোসেন ও উপ পরিচালক মোঃ তাজুল ইসলাম। কর্মশালায় রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের ৪০ জন কর্মকর্তা অংশ নেন।

ফরেন এক্সচেঞ্জ এন্ড ফরেন ট্রেড শীর্ষক কর্মশালা

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমীর আয়োজনে Foreign Exchange and Foreign Trade শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২৫-২৭ আগস্ট ২০১৩ বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী অফিসের মহাব্যবস্থাপক জিন্নাতুল বাকেয়া। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীর মহাব্যবস্থাপক সেখ মোজাফফর হোসেন। প্রশিক্ষক ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীর যুগ্ম পরিচালক মোঃ সামসুর রহমান এবং প্রধান কার্যালয়ের ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসি ডিপার্টমেন্টের উপ পরিচালক মাহমুদুল্লাহ। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের তিনজন এবং রাজশাহী অফিসের আওতাধীন বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের ৩৭ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

ময়মনসিংহ অফিস

ডেপুটি গভর্নর-২ এর বাংলাদেশ ব্যাংক, ময়মনসিংহ অফিস পরিদর্শন

বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহ অফিস ও প্রধান কার্যালয়ের বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এর সম্মিলিত উদ্যোগে গত ২৮ ও ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ময়মনসিংহে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা ও আঞ্চলিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন ডেপুটি গভর্নর-২ আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান। ময়মনসিংহে অবস্থানকালে ডেপুটি গভর্নর বাংলাদেশ ব্যাংক, ময়মনসিংহ অফিস পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় করেন। ডেপুটি গভর্নর ময়মনসিংহ অফিসের স্থায়ী ভবন নির্মাণের জন্য মুক্তাগাছা-জামালপুর বাইপাস সড়কের দক্ষিণ পার্শ্ব সংলগ্ন বাড়েরা মৌজায় অবস্থিত প্রস্তাবিত ৬.৬০ একর জমি পরিদর্শন করেন। এসময় ময়মনসিংহ অফিসের মহাব্যবস্থাপক মো: আব্দুল হামিদ ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ময়মনসিংহ অফিসে সদ্য প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ও বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব এর পক্ষ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ডেপুটি গভর্নরকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

প্রতিযোগিতার জন্য

অধিকোষের লেখা আহ্বান

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাহিত্য সংগঠন অধিকোষ আয়োজিত আন্তঃঅফিস সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্য প্রবন্ধ, ছোটগল্প ও কবিতা আহ্বান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক, সকল অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন এবং একজন প্রতিযোগী সর্বোচ্চ দুইটি বিষয়ে অংশ নিতে পারবেন। প্রতিযোগীর নাম ও ঠিকানা আলাদা কাগজে লিখে মূল লেখার সাথে সংযুক্ত করে লেখা ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখের মধ্যে অধিকোষ পরিষদের যে কোনো সদস্যের নিকট পৌঁছাতে হবে।

খুলনা অফিস

এসএমই বিষয়ক মতবিনিময় সভা

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, কালীগঞ্জ শাখা, ঝিনাইদহ এর আয়োজনে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩ এবং স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড, বাগেরহাট শাখার আয়োজনে ৫ অক্টোবর ২০১৩ এসএমই বিষয়ক

এসএমই বিষয়ক মতবিনিময় সভায় উপস্থিত বক্তারা বক্তব্য রাখছেন

মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দু'টি সভায় বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনার মহাব্যবস্থাপক শ্যামল কুমার দাস প্রধান অতিথি, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগের উপ মহাব্যবস্থাপক মোঃ আমজাদ হোসেন খান এবং আয়োজক ব্যাংকের এসএমই ও আঞ্চলিক প্রধানগণ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভা দুটিতে কালীগঞ্জ উপজেলা ও বাগেরহাট জেলার ব্যাংকগুলোর ২০১৩ সালের এসএমই ঋণের লক্ষ্যমাত্রা, খাতওয়ারী বিতরণ ও বিতরণের হার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

এডিবি কনসাল্ট্যান্টের সাথে মতবিনিময়

এডিবি প্রকল্পের সাথে চুক্তিবদ্ধ খুলনা অঞ্চলের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের এসএমই বিষয়ক মত বিনিময় সভা বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনার সভাকক্ষে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ অনুষ্ঠিত হয়। `Small and Medium Sized Enterprise Development Project and TA 6337 BAN Development Partnership Program for South Asia-Aide Memoire of Project Review Mission' শীর্ষক সভায় এডিবি কনসাল্ট্যান্ট ফাহমিদা ওহাব, বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনার মহাব্যবস্থাপক শ্যামল কুমার দাস এবং

এডিবি কনসাল্ট্যান্টের সাথে মত বিনিময় সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ ও ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগের উপ মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় খুলনা অঞ্চলের বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ এসএমই ও নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে ঋণ বিতরণ এবং পুনঃঅর্থায়নসহ বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। ফাহমিদা ওহাব এবং শ্যামল কুমার দাস তাদের বক্তব্যে বিভিন্ন সমস্যার সমাধার বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন এবং উপস্থিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে এসএমই ঋণ প্রদান এবং নারী উদ্যোক্তা নির্বাচনে আরও দায়িত্ববান হওয়ার আহ্বান জানান।

কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা ও বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান

সিলেট অফিস

ব্যাংক অফিসার্স ক্লাব, সিলেট কর্তৃক আয়োজিত কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা ও বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান ১৮ নভেম্বর ২০১৩ বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট অফিসের মহাব্যবস্থাপক এবং ব্যাংক অফিসার্স ক্লাবের উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান সুলতান আহাম্মদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বৃত্তি ও ক্রেস্ট প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ক্লাবের সভাপতি জিয়াউস সামস্ চৌধুরী, এসইভিপি, সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ, সিলেট।

বাংলাদেশ ব্যাংক সিলেট অফিসের উপ পরিচালক এবং ক্লাবের সহ সাধারণ সম্পাদক মোজতবা রুম্মন চৌধুরী এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিলেট অফিসের উপ পরিচালক এবং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন আহমদ খান চৌধুরী। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়ে লেখাপড়ায় আরো মনোযোগী হয়ে দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগের উপদেশ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ সিলেট অঞ্চলের সকল তফসিলি ব্যাংকের শাখা ও আঞ্চলিক প্রধানগণ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি কৃতি শিক্ষার্থীকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন

সিলেট অফিস

কৃষি ও পল্লি ঋণ এবং এসএমই ঋণ বিষয়ক সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক সিলেট অফিসের আওতাধীন তফসিলি ব্যাংকের প্রতিনিধিদের নিয়ে ২৭ নভেম্বর ২০১৩ ত্রৈমাসিকভিত্তিক কৃষি ও পল্লি ঋণ এবং এসএমই ঋণ বিষয়ক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসের মহাব্যবস্থাপক সুলতান আহাম্মদ। তিনি দেশের সুষম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ভবিষ্যত খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমদানি বিকল্প খাতে ঋণ বিতরণ বাড়াতে ব্যাংকগুলোকে তাগিদ দেন। কৃষি ঋণ বিতরণ বৃদ্ধির পাশাপাশি শিল্প ও সেবা খাতে এবং নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে এসএমই ঋণ বিতরণ বাড়াতে ব্যাংক প্রতিনিধিদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান। এছাড়াও মহাব্যবস্থাপক ঋণ মনিটরিং ও আদায় কর্মসূচি জোরদার করতে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে ঋণ সংক্রান্ত সঠিক বিবরণী যথাসময়ে দাখিলের জন্য ব্যাংক প্রতিনিধিদের পরামর্শ প্রদান করেন। সভায় ব্যাংকওয়ারী ঋণের লক্ষ্যমাত্রা, বিতরণের হার ও আদায়ের হার ছাড়াও খাত/ উপখাতওয়ারী ঋণ বিতরণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভায় কৃষি ঋণ ও এসএমই এন্ড এসপিডি বিভাগের সংশ্লিষ্ট উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দসহ সব কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর অফিস

ব্যাংক ক্লাবের নতুন কার্যকরী পরিষদ

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব রংপুর এর ২০১৩-১৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার মাধ্যমে গঠিত হলো নতুন কার্যকরী পরিষদ। ৩১ জুলাই ২০১৩ আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফলাফল ঘোষিত হয়। নতুন কার্যকরী পরিষদের সদস্যরা হলেনঃ মোঃ এরশাদুল হক মন্ডল- সভাপতি; সাব্বির আহম্মেদ খান-সহ সভাপতি; এস, এম, আব্দুল বারী-সহ সভাপতি; মোঃ মনজুর রহমান- সাধারণ সম্পাদক; মোঃ শফিকুল আলম- সহ সাধারণ সম্পাদক; মোঃ নূর ইসলাম- সহ সাধারণ সম্পাদক; মোঃ রাশেদ কবির- কোষাধ্যক্ষ; মোঃ মোশারুল ইসলাম- ক্রীড়া সম্পাদক; মোঃ আল-মামুন চৌধুরী- সাংস্কৃতিক সম্পাদক; মোঃ আবজাল হোসেন- সাহিত্য সম্পাদক। সদস্যরা হলেন - মোঃ নুরুন নবী, মোঃ মজিবর রহমান-২, মোঃ আইয়ুব আলী, মোঃ মাহফুজার রহমান ও মোঃ হোসেন আলী।

ব্যাংক ক্লাব রংপুর এর নতুন কার্যকরী পরিষদ এর সদস্যবৃন্দ

বগুড়া অফিস

জালনোট চেনার উপায় শীর্ষক কর্মশালা

আসল ব্যাংক নোটের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা ও জালিয়াতি চক্রের অপতৎপরতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে জয়পুরহাটে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সোনালী ব্যাংক লিঃ এর সহায়তায় ১০ অক্টোবর ২০১৩ জেলার ক্ষেতলাল উপজেলা পরিষদে 'জালনোট চেনার উপায়' শিরোনামে কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায়

জালনোট চেনার উপায় শীর্ষক ওয়ার্কশপ এ উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ

বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া অফিসের উপ মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল করিম। স্থানীয় ব্যাংকার, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন মহলের জনপ্রতিনিধিরা কর্মশালায় অংশ নেয়।

চট্টগ্রাম অফিস

গভীর নলকূপ উদ্বোধন

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী নিবাসে স্থাপিত গভীর নলকূপটি ২৩ নভেম্বর ২০১৩ উদ্বোধন করা হয়। চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সুইচ অন করে নলকূপটির উদ্বোধন করেন। এর মাধ্যমে কর্মচারী নিবাসে ব্যবহারযোগ্য পানীয় জলের দীর্ঘদিনের একটি সমস্যার সমাধান হলো। এ অনুষ্ঠানে অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ, নিবাস কল্যাণ সমিতির নেতৃবৃন্দ, নিবাস মসজিদ কমিটি ও ব্যাংকের অন্যান্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্ত গভীর নলকূপ উদ্বোধন করেন

ঝুঁকি ভিত্তিক ব্যাংক সুপারভিশন

সরদার আল এমরান

ভূমিকা

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (৭ নং ধারা) এবং বাংলাদেশের ব্যাংক কোম্পানী আইন, বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন ইত্যাদি আইনের বলে বাংলাদেশ ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে ব্যাংক কোম্পানী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করে থাকে। ব্যাংক কোম্পানী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিরাপদ ও সুষ্ঠু অর্থ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে তথা গ্রাহক বা আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে সুচারুরূপে পরিদর্শন ও তদারকি করে আসছে। এ সত্ত্বেও ব্যাংকিং খাতে কেলেঙ্কারি (Financial Scam), আর্থিক বিপর্যয় (Financial Crisis), জাল-জালিয়াতি (Fraud and forgery), দুর্নীতি, প্রতারণা ও গ্রাহক হয়রানির (Customer Harassment) মতো ঘটনা মাঝে মধ্যেই ঘটে যাচ্ছে। তাই ব্যাংকিং খাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে ব্যাংকিং সিস্টেম তথা ব্যাংকিং সেবা ও পণ্যের ধরনে যে পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বৈচিত্র্য এসেছে তার সাথে তাল মিলিয়ে ব্যাংক তদারকি ও পরিদর্শনের ধারা, কলা ও কৌশলে ব্যাপক পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ঝুঁকি ভিত্তিক ব্যাংক সুপারভিশনের যৌক্তিকতা

ব্যাংকিং খাতে কেলেঙ্কারি, আর্থিক বিপর্যয়, জাল-জালিয়াতি, দুর্নীতি, প্রতারণা ও গ্রাহক হয়রানির পেছনে ব্যাংকিং সেবা দানকারী ও গ্রহণকারী উভয় পক্ষের নৈতিক বিপর্যয়, অপরাধ প্রবণতা ও প্রযুক্তির অপব্যবহার যেমনটি দায়ী তেমনি ব্যাংক তদারকিতে দুর্বল ঝুঁকি ভিত্তিক সুপারভিশন কাঠামো ও তথ্য প্রযুক্তির পূর্ণ ব্যবহার না করাও একটি কারণ। তথ্য প্রযুক্তির যুগে ব্যাংকে প্রচলিত ধারায় শুধুমাত্র লেনদেন পরীক্ষা করে, হিসাব বহির সঠিকতা যাচাই করে, করণিক ভুলভ্রান্তি নিরীক্ষা করে, ঋণ শ্রেণিকরণ করে অর্থাৎ কেবলমাত্র রুল-বেজড বা ট্র্যানজ্যাকশন-বেজড ব্যাংক পরিদর্শন করে ব্যাংকিং খাতে কেলেঙ্কারি, জাল-জালিয়াতি, প্রতারণা ও গ্রাহক হয়রানি সম্পূর্ণরূপে চিহ্নিত করা বা রোধ করা সম্ভবপর নয়। কথায় আছে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়। তাই একদিকে মানসিক ও নৈতিক বিপর্যয় রোধ তথা অপরাধ দমনের জন্য প্রয়োজন সদা সর্বদা নৈতিক প্ররোচনা, ধর্মীয় অনুশীলন ও আইনের কড়া শাসন; অন্যদিকে আর্থিক কেলেঙ্কারি, জাল-জালিয়াতি, দুর্নীতি, প্রতারণা রোধের জন্য প্রয়োজন মেধা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও তথ্য প্রযুক্তির সমন্বয়ে নব নব পরিদর্শন ধারা, কলা ও কৌশলের প্রয়োগ অর্থাৎ প্রযুক্তি ও ঝুঁকি ভিত্তিক ব্যাংক তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

ঝুঁকি ভিত্তিক সুপারভিশনের কার্যক্রমসমূহ

ঝুঁকি ভিত্তিক ব্যাংক সুপারভিশনের মাধ্যমে এমন একটি সুসংগঠিত নিরবচ্ছিন্ন পরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় যার মাধ্যমে পরিদর্শিতব্য ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা, ব্যাংকিং রীতি, নীতি, পদ্ধতি ও কার্যক্রমে অন্তর্নিহিত ঝুঁকি চিহ্নিত করা, ঝুঁকি পরিমাপ করা, ঝুঁকির কারণ নির্ধারণ করা, ঝুঁকি বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ এবং প্রত্যাশিত মাত্রায় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় রীতি, নীতি, পদ্ধতি,

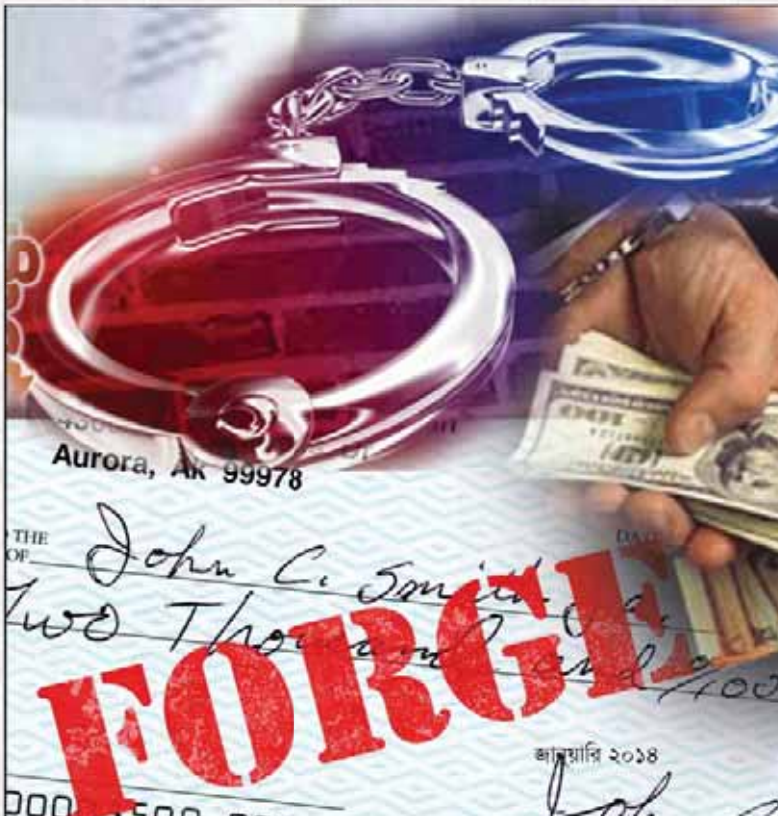

পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। ঝুঁকি ভিত্তিক ব্যাংক পরিদর্শন হচ্ছে অন-সাইট ব্যাংক পরিদর্শন ও অফ-সাইট ব্যাংক পরিদর্শনের সমন্বিত কার্য প্রক্রিয়া। অন-সাইট ব্যাংক পরিদর্শন কার্যক্রম ও অফ-সাইট পরিদর্শন কার্যক্রম একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে, পরিবর্তক হিসেবে নয়। এ নিবন্ধে OSFI- Office of the Superintendent of Financial Institution কর্তৃক প্রণীত রিস্ক মডেলের আলোকে রিস্ক মেট্রিক্স সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা হয়েছে।

ঝুঁকির শ্রেণিবিন্যাস ও রিস্ক প্রোফাইল

ক. প্রচ্ছন্ন ঝুঁকি (Potential/Inherent Risk) - পরিদর্শিতব্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমসমূহকে (Significant activities) গুরুত্ব অনুসারে বিভাজন করে প্রতিটি কার্যক্রমে অন্তর্নিহিত ঝুঁকিসমূহ (Inherent Risk) নির্ধারণ করা হয়। যেমন কোন ব্যাংকে ঋণ কার্যক্রম, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রম, বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত কার্যক্রম, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও পরিপালন কার্যক্রম, আইসিটি ও এমআইএস, দায় সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ব্যাংকিং অপারেশন কার্যক্রম ইত্যাদি কার্যকে Significant/Core activities হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উদাহরণ হিসেবে ক্রেডিট ডিভিশনকে ১টি কোর ইউনিট ধরে সেই ইউনিটের কার্যক্রমসমূহে Inherent Risk হিসেবে ঋণ ঝুঁকি (Credit Risk), বাজার ঝুঁকি (Market Risk), বীমা ঝুঁকি (Insurance Risk), প্রায়োগিক ঝুঁকি (Operational Risk), বিধি পরিপালন ঝুঁকি (Compliance Risk), কৌশলগত ঝুঁকি (Strategic Risk) ইত্যাদি ঝুঁকি চিহ্নিত করে যথার্থ যৌক্তিকতা প্রদর্শন পূর্বক বিভিন্ন স্তরে (level) রেটিং করা হয় ও বাস্তবতার (Materiality) নিরিখেও ঝুঁকি রেটিং করা হয়। একইভাবে অন্যান্য ইউনিটের কার্যক্রমে অন্তর্নিহিত ঝুঁকিসমূহ নির্ধারণ করা হয়।

খ. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের গুণগত মান নির্ধারণ (Quality of Risk Management and Control Function)- এ পর্যায়ে ব্যাংকের পরিচালন ব্যবস্থাপনা, ওভারসাইট ফাংশনস (Oversight Functions) যেমন আর্থিক বিষয়াদি, পরিপালন, বীমা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও বোর্ডের কার্যক্রম মূল্যায়ন বা গ্রেডিং করা হয়। এখানে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের গুণগত মান বিভিন্ন স্তরে গ্রেডিং করা হয়ে থাকে।

গ. নেট রিস্ক - এ পর্যায়ে প্রচ্ছন্ন ঝুঁকি এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের গুণগত মান উভয় দিক বিবেচনা করে প্রতিটি কার্যক্রম/বিজনেস প্রসেসের নেট ঝুঁকি নির্ধারণ করা হয়।

ঘ. কম্পোজিট রিস্ক ও রিস্ক ডিরেকশন - এ পর্যায়ে নেট রিস্ক ও প্রতিষ্ঠানের মূলধন, মুনাফা ও তারল্য বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠানের কম্পোজিট রিস্ক ও রিস্ক ডিরেকশন নির্ধারণ করা হয়। এরূপ রিস্ক প্রোফাইলের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ঝুঁকি নির্ধারণে তথ্যের উৎস

ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃউৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করে ঝুঁকি নির্ধারণ করা যেতে পারে। যেমন - ঝুঁকি নির্ধারণের লক্ষ্যে বিগত বৎসরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, আর্থিক প্রতিবেদন, পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদন, অর্থ বাজার ইত্যাদি উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য নিয়ে ঝুঁকি নির্ধারণ করা যেতে পারে।

ঝুঁকি ভিত্তিক ব্যাংক সুপারভিশনের চ্যালেঞ্জসমূহ/পূর্বশর্তাবলী

১. কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

২. নীতি নির্ধারক ও পরিদর্শকগণকে ঝুঁকি ভিত্তিক ব্যাংক পরিদর্শনে অনুপ্রাণিত করা।

৩. ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কৌশলগত ও প্রশাসনিক দৃঢ় ভূমিকা থাকতে হবে।

উপসংহার ও সুপারিশ

ব্যাংকিং খাতে দীর্ঘমেয়াদী শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা, স্বচ্ছতা, সুষ্ঠু ও নিরাপদ আর্থিক ব্যবস্থা অর্জন ও টেকসই করার জন্য তথা আমানতকারী, ব্যাংক ব্যবস্থাপনা ও নীতি নির্ধারকগণের স্বার্থ সংরক্ষণার্থে ব্যাংকে ঝুঁকি ভিত্তিক ব্যাংক তদারকি প্রথা পুরোপুরি প্রচলন করতে হবে। এ লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হলে ঝুঁকি ভিত্তিক ব্যাংক সুপারভিশন আরও ফলপ্রসূ হবে।

১. ঝুঁকি ভিত্তিক ব্যাংক সুপারভিশনের জন্য বিশেষভাবে সুপারভাইজরি কাঠামো, নীতিমালা ও টিম গঠন করা।

২. উন্নত ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম প্রণয়ন করা তথা একটি সফটওয়্যার তৈরি করা যার মাধ্যমে ব্যাংক কোম্পানীর রিস্ক প্রোফাইল সংরক্ষণ করা, সিস্টেম চেক লিস্ট ডেভেলপ করা, ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা, রিস্ক রেটিং ক্রাইটেরিয়া ফিক্স করা, রিস্ক মেট্রিক্স তৈরি করা, চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রণয়ন করা, ঝুঁকির ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা ও তার পরিপালন ফলো-আপ করা সম্ভব হবে।

৩. ঝুঁকি ভিত্তিক ব্যাংক পরিদর্শনের জন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন ও অনুপ্রেরণার ব্যবস্থা নেয়া। এ লক্ষ্যে ব্যাংক পরিদর্শকদের জন্য ঝুঁকি ভিত্তিক ব্যাংক পরিদর্শনের কলা, কৌশল ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের জন্য বিবিটিএ ও আইটিওসিডি'র উদ্যোগে একটি কাস্টোমাইজড ই-লার্নিং প্রোগ্রাম প্রবর্তন করা যায়। উল্লেখ্য যে, মালয়েশিয়ার The South East Asian Central Banks' Research and Training Centre শীর্ষক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক FSI Connect শীর্ষক ই-লার্নিং টুলের মাধ্যমে ঝুঁকি ভিত্তিক ব্যাংক সুপারভিশনের ওপর চুক্তি ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কেবল পরিদর্শন বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য FSI Connect এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়।

■ *লেখক : জেডি, এফআইসিএসডি, প্রধান কার্যালয়*

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী

মোহাম্মদ সানাউল আলম

যেকোন প্রতিষ্ঠানকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দেয় এর কর্মীরা। আর কর্মীদের যোগ্য করে তোলার দায়িত্বে থাকে উচ্চতর কর্মকর্তারা। আর তাদের সাহায্য করার জন্য থাকে একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমী যেটি ভালো কর্মী গড়ে তোলার কারিগর হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে দেশের সরকারের অন্যতম সফল কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি বাংলাদেশ ব্যাংক। আর এ সাফল্যের পেছনে কাজ করা কর্মীদের যোগ্য থেকে যোগ্যতর করার কাজটি করে চলেছে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী। দীর্ঘ ৩৬ বছর ধরে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী।

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী তথা বিবিটিএর যাত্রা সেই ১৯৭৭ সালে। সেসময় অবশ্য এখনকার মত আড়ম্বরপূর্ণ অবস্থায় ছিল না এ একাডেমী। বেশ সাদামাটাভাবেই শুরু হয়েছিল এর কার্যক্রম। সদ্য স্বাধীনতা পাওয়া দেশের অন্যান্য সবকিছুর মত এটিও ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল ভবনেই চলছিল এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। এরপর ৯০ এর দশকের শেষ দিক থেকে বেশ লম্বা একটি সময় এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টে (বিআইবিএম)।

এরপর ক্রমেই বড় হতে থাকে বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম। নিয়োগ বাড়তে থাকে কর্মীদের। এসব কর্মীদের আরও দক্ষ এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চালিকাশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি জায়গায় আলাদা একটি প্রশিক্ষণ একাডেমী গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। বিআইবিএমের পাশে গড়ে তোলা হয় বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীর নিজস্ব ভবন। একই স্থানে পাশাপাশি গড়ে তোলা হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের মিরপুর কোয়ার্টার। ২০০৩ সালে এর কার্যক্রম শুরু হয়। আর শেষ হয় ২০০৭ সালে। ২০০৬ সালের ৫ অক্টোবর চালু হয় এখানকার কার্যক্রম। তৎকালীন গভর্নর ডক্টর সালেহউদ্দিন আহমেদ এ একাডেমীর প্রথম কোর্সটি নেন। কোর্সের নাম ছিল 'ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন অ্যান্ড রিপোর্টিং টেকনিকস'।

মিরপুর ২ নম্বরে জার্মান টেকনিক্যালের ঠিক বিপরীতে এবং বিআইবিএমের পাশেই এ একাডেমী। ভেতরে ঢুকতেই মূল ভবন। ভেতরে থাকা সিকিউরিটি গার্ডদের কাছে পরিচয় নিশ্চিত করার পর ভেতরে প্রবেশের অনুমতি মেলে। মূল ভবনের আগেই কিছু ছোট ছোট গাছের পাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে টাকার গাছ। শিল্পী হাশেম

খানের নকশায় তৈরি করা হয়েছে এ গাছটি। তবে সত্যি সত্যি অবশ্য টাকা নেই এ গাছে। তবে মন খারাপ করার কোন কারণ নেই। গাছের ওপরে তাকালেই দেখা যাবে অনেক বড় বড় টাকার নোট। পাশাপাশি অন্যান্য দেশের অনেক মুদ্রাও এখানে দেখা যাবে। তবে সবই কোন না কোন মুদ্রার বড় আকারের রেপ্লিকা। সামনে এগিয়ে বামে গেলে মূল ভবনের শুরু। বেশ কয়েক ধাপ সিঁড়ি পার হয়ে উঠতে হয়। এর আগে দেখা যায় একটি সুন্দর ম্যুরাল। সুন্দরভাবে অর্থের বিবর্তন দেখানো হয়েছে এ ম্যুরালে। কিভাবে অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে রূপলাভ করে তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এখানে। এ ভবনের নিচেই গ্যারেজ। বিবিটিএতে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য এখানে ৪৪০ ভোল্টের জেনারেটর রয়েছে। মূল ভবনে প্রবেশের একটু আগে বাঁ দিকে একটি ছোট দরজা রয়েছে। এর ভেতরেই এ. কে. এন. আহমদ মিলনায়তন। দরজাটি ছোট হলেও ভেতরের মিলনায়তনটি বৃহদাকৃতির। এখানে ৪৫৬ জন মানুষের বসার বন্দোবস্ত রয়েছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সুন্দরভাবে যে কোন ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা রয়েছে মিলনায়তনটিতে। দু'টি প্রজেক্টরের পাশাপাশি এখানে লাইটিং ও সাউন্ড সিস্টেমের সুন্দর সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। বিবিটিএ'র বড় আকারের যে কোন অনুষ্ঠান সাধারণত এখানেই করা হয়ে থাকে। পাশেই টাকা জাদুঘর। আর এ দু'য়ের মাঝ দিয়ে প্রবেশ করতে হয় মূল ভবনে।

শুরুতে ট্রেনিং একাডেমীর মূল ভবন ছিল ছয় তলাবিশিষ্ট। পরবর্তীতে আরও দু'টি তলা সম্প্রসারণ করা হয়। প্রায় ১০ হাজার বর্গফুট জায়গার ওপর গড়ে তোলা হয়েছে ভবনটি। বর্তমানে ট্রেনিং একাডেমীর চতুর্থ ও ষষ্ঠ তলায় প্রশিক্ষণের কার্যক্রম চলে। এর বাইরে সপ্তম ও অষ্টম তলা বর্তমানে গড়ে তোলার কাজ চলছে। এখানেও চলবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। মূল ভবনে দু'টি ল্যাব রয়েছে। এ ল্যাবগুলোতে সবমিলিয়ে প্রায় ৬০ টি কম্পিউটার রয়েছে। দ্বিতীয় তলায় বসেন নির্বাহী পরিচালক। তিনি তাঁর কক্ষ থেকেই পাবলিক অ্যাড্রেস ব্যবস্থার মাধ্যমে একই সময়ে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়া দাপ্তরিক অন্যান্য কাজকর্মও চলে এ তলায়। ষষ্ঠ তলায় রয়েছে বিশাল একটি গ্রন্থাগার। সেখানে প্রায় সব বিষয়ের সব ধরনের বই-ই রয়েছে। অর্থনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্মীয় সব ধরনের বই-ই রয়েছে এখানে। প্রায় ৫ হাজার ৩০০ বইয়ের মজুদ রয়েছে এ গ্রন্থাগারে।

মূল ভবন পার হওয়ার পরেই আছে প্রশিক্ষণার্থীদের থাকার জায়গা। এ ভবনটি ছয়তলাবিশিষ্ট। তবে আরও তিনটি তলা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। ১২ হাজার ৩০০ বর্গফুট জায়গার ওপরে এ ভবন। ভবনের নিচে রয়েছে মসজিদ। ভবনের মাঝখানে সুন্দর করে গড়ে তোলা হয়েছে একটি বাগান। ছয়তলা এ ভবনের দ্বিতীয় তলায় আছে খাবার ঘর। পাশাপাশি রয়েছে বেশকিছু ইনডোর গেমস খেলার ব্যবস্থা। প্রশিক্ষণের পর প্রশিক্ষণার্থীরা এখানে টেবিলটেনিস, দাবা, ক্যারামবোর্ড খেলার পাশাপাশি সংবাদপত্র পড়ে। এছাড়া টেলিভিশন দেখার ব্যবস্থাও রয়েছে। এখানে ১০৪ টি কক্ষে প্রশিক্ষণার্থীরা থাকে।

এর পরেই রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মচারীদের থাকার জায়গা। এখানে বেশকিছু কর্মীর থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। এর আগে রয়েছে ছোট একটি মাঠ। কর্মকর্তাদের সন্তানরা অবসর সময়ে এখানে খেলাধুলা করে থাকে।

বর্তমানে বিবিটিএতে এক জন নির্বাহী পরিচালক, ৭ জন মহাব্যবস্থাপক, ১০ উপ মহাব্যবস্থাপক, ৬ জন যুগ্ম পরিচালক, ১০ জন উপ পরিচালক, ৭ জন সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন। ডাটা এন্ট্রি অপারেটর হিসেবে ১ জন কাজ করছেন। এছাড়া এক জন অফিসার, ৯ জন বিসিডি এবং দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে কাজ করছেন আরও ৬ জন। ব্যক্তিগত এমএলএসএস হিসেবে কাজ করছেন ৪৪ জন। লিফট, ক্যান্টিন ও ক্লিনারের কাজ করছেন আরও ৭০ জন। এছাড়া বর্তমানে এখানে ৫৭ জন নতুন সহকারী পরিচালক হিসেবে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

এখানে মূলত সহকারী পরিচালকদের বাংলাদেশ ব্যাংকে কাজ করার উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে সারা বছরই কোন না কোন প্রশিক্ষণ চলতে থাকে। এছাড়া অন্যান্য ব্যাংকের কর্মকর্তারাও এখানে এসে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন।

প্রায় ৯ বছরে মিরপুর ২ নম্বরে অবস্থিত বিবিটিএ এগিয়ে গেছে অনেক দূর। এরপরেও এখানে রয়েছে কিছু সীমাবদ্ধতা। ক্যান্টিনের খাবারের মান নিয়ে প্রায়শই অভিযোগ ওঠে। একঘেয়ে খাবার নিয়ে বারবার বিভিন্ন সময়ে আসা প্রশিক্ষণার্থীরা অভিযোগ করলেও এখনও এ বিষয়ের কোন প্রতিকার হয়নি। একটি বড়সড় মাঠের অভাবে ফুটবল, ক্রিকেটের মত খেলাধুলা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এখানকার প্রশিক্ষণার্থীরা। এছাড়া প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ক্যান্টিন থাকলেও এখানে কর্মরত কর্মকর্তাদের খাবারের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। নিজেদেরকেই এ ব্যবস্থা করে নিতে হয়। নেই কোন ডে-কেয়ার সেন্টার। বেতন তোলার জন্যও যেতে হয় প্রধান কার্যালয়ে। এছাড়া প্রধান কার্যালয়ে যাতায়াতের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব যানবাহনের সুবিধা থাকলেও এখানকার কর্মকর্তারা এ সুবিধা পান না।

প্রশিক্ষণের সময় প্রশিক্ষণার্থীদের ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হলেও কোন রুমেই কম্পিউটার নেই। প্রশিক্ষণার্থীদের থাকার কক্ষগুলোতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই। ওয়াই-ফাই ইন্টারনেট প্রযুক্তির ব্যবস্থাও এখন নেয়া হয়নি। আরও উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য এ ব্যবস্থাগুলো তৈরির কোন বিকল্প নেই।

আবাসন ও অন্যান্য কিছু সমস্যা থাকলেও বিবিটিএর প্রশিক্ষকরা তাদের আন্তরিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ ঘাটতি পূরণ করছেন। যে কোন সময়েই প্রশিক্ষণার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ে তাদের থেকে সাহায্য পান। প্রতিটি ক্লাসে উন্নত লেকচার সরবরাহ করা হয়। এছাড়া বাইরে থেকে প্রশিক্ষক এনেও এখানে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এছাড়া প্রতিটি ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে মতামত নেয়া হয়। কিভাবে প্রশিক্ষণ আরও ভাল করা যায় এ বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের মতামত দিয়ে থাকে। এর আদলে প্রতিবার নতুন করে, সুন্দর আদলে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সাজানো হয়ে থাকে।

সব মিলিয়ে কিছু প্রতিকূলতা থাকলেও ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে বিবিটিএ। এখানকার প্রশিক্ষকরা নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে নতুন কর্মীদের করে তুলছে যোগ্যতর।

■ *লেখক : সহকারী পরিচালক, বিবিটিএ*

প্রপাতের গল্প

নাসরিন বানু

কোন না কোন ভাবে প্রায় প্রতি বছরই সমুদ্র দেখতে যাওয়া হয়। এবার হয়নি। 'কোন না কোন ভাবে' নয়, রীতিমত কাঠ খড় পুড়িয়ে এবার নায়াগ্রা দেখতে গিয়েছিলাম সপরিবারে। নায়াগ্রার সামনে দাঁড়িয়ে মনে হলো - বিরাট এক বিস্ময় আমার সামনে। মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ করলাম। কী অপরিসীম শক্তিধর তিনি !

কোন গর্জন নয়, একরকম সুরেলা স্রোতে বহুদূর পেছন থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে স্বচ্ছ পানির মৃদু ঢেউয়ের মিছিল এসে ঝরে পড়ছে। তুষার ছিটিয়ে শুভ্র ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে দৃষ্টি। ঐ দূর বনে বৃক্ষের সারি নিচু চোখে তাকিয়ে দেখছে নায়াগ্রার ভেসে আসা, আর বহু মানুষের ভিড়ে মিশে আমরাও দেখছি পানির দেয়াল বেয়ে সদলবলে নেমে আসা সারি বাঁধা স্রোত। তুষার ছিটিয়ে নীল পানিকে করে তুলছে নীলাম্বরী ।

আমেরিকা আর কানাডার সঙ্গম স্থলে ঝরছে নায়াগ্রা প্রপাত। চওড়ায় আনুমানিক ১০৬০ ফিট, উচ্চতা ১৭৬ ফিট, প্রতি সেকেন্ডে পানি ঝরছে প্রায় ১,৫০,০০০ হাজার গ্যালন। Erie লেক, নায়াগ্রা নদী এবং Ontario লেক থেকে সমস্বরে পানি এসে পড়ছে সেন্ট লরেন্স নদীতে। পরে তারা গিয়ে মিশছে দূরের সমুদ্রে।

দর্শনার্থীদের কারো মুখে কোন কথা নেই, শুধুই সৌন্দর্য হনন। মাঝে মধ্যে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে 'বাহ্' কেউ বলছে 'ওয়াও' ।

বৃক্ষ বলতে অবলীলায় বোঝায় সবুজ দেহধারী। তবে নিউইয়র্ক সিটি থেকে প্রায় ৮ ঘন্টা সড়ক পথ পেরুতে দু'পাশ এবং নায়াগ্রার কোল জুড়ে ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে যে বৃক্ষ, তাদের শাখা বোঝাই একই সাথে সবুজ, হলুদ, কমলা ও মেরুন রঙের পাতায়। আসি আসি করছে শীত। দিনে দিনে পাতা তার বদলাচ্ছে রঙ। খোলস ছেড়ে ঝরছে। নিচে বিছিয়ে সৃষ্টি করছে এক মিশেল রঙের শতরঞ্জি। ভারি অপূর্ব !

সন্ধ্যা নামছে। অপর প্রান্ত থেকে কানাডার বর্ণিল শক্তিশালী আলো এসে পড়ছে নায়াগ্রার শরীরে। যেন মোহময় এক নারী রঙিন বেনারসী পরে সখের অবগাহনে নেমেছে। নায়াগ্রার এপারে মেপল্‌লিফ গাছের নিচে মানুষের জটলা। সবুজ থেকে ধীরে ধীরে গাঢ় কমলা রঙ, পাতার এই রঙের বিবর্তনের সাথে নিজেদেরকে মিশিয়ে ছবি তুলতে ব্যস্ত সবাই। ব্যস্ত আমার ছেলেমেয়ে আর তাদের বাবাও। এক এক সময় মানুষের মন 'পালাই পালাই' করে। মনে হয় এই জনাকীর্ণতা থেকে হারিয়ে যাই, পালিয়ে বেড়াই, কী আর হবে ! এমনিতে কোথাও গেলে ওদের বাবাই ছেলেমেয়ের দেখভাল করেন। আমি থাকি নির্ভার। দূর থেকে দেখলাম, ঐ তিনজনের পৃথিবীতে আপাতত আমাকে না হলেও চলবে। মোবাইল ফোন অফ করে টুপ করে সরে পড়লাম। পাহাড়ি ঢাল বেয়ে তুষার রোধক জামা গায়ে নেমে গেলাম নায়াগ্রায়। জাহাজ ভর্তি প্রপাত-পাগল মানুষ, আমিও তার সাথে। তুষারপাতের খোঁচায় ভিজে যাচ্ছে চুল, আমূল।

জাহাজ ধীর বেগে স্রোত ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে। দু'পাশে দুই দেশের পাহাড়। তার মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে কানাডার আকাশ ছোঁয়া সব ইমারত। সামনে ধোঁয়াশা পথ। পথের শেষ কোথায়, কে-ই বা আছে পথের প্রান্তরে কিছুই জানিনা। শুধু চলছি। দু'পাশের দৃশ্যে চোখ অভিভূত। আপাত ভাবনায় আমেরিকা কাটখোট্টা, তবে সরেজমিনে হয়তো বা স্বর্গরাজ্যের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের দাবিদার। যদি তা-ই হয়, আমি সে দাবির সাথে একমত।

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামলো। তার আগেই প্রহরীসহ আমাকে খুঁজতে নেমেছে উৎকণ্ঠিত আমার পরিবার। নায়াগ্রার প্রপাত তখন আমার দুই ছেলেমেয়ের চোখে। তাদের মা হারিয়ে গেছে। আমার স্বামীর উৎকণ্ঠা আমি দেখতে পাইনি তবে সেটা পরিমাপের সময় এবং প্রেক্ষিত যদি সত্যি সত্যি কুড়ি বছর আগের মতো হয়ে থাকে, তা হলে সেটা ভাবতেই আমি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবো। নায়াগ্রার সকল সিকিউরিটি এক জায়গায় করে ফেলেছেন আমার স্বামী। অনেকেই তার কাছে জানতে চেয়েছে 'তোমার স্ত্রী সাঁতার জানে তো'! রাত বাড়ার সাথে সাথে সবাই যে যার মতো ফিরে গেছে। ওখানে থাকার নির্দিষ্ট সময় পেরিয়েছে আমার স্বামী সন্তানদেরও। মোটেলে ফিরে যাবার আগে আমার স্বামী আমেরিকান ইমিগ্রেশনে বিষয়টি জানালেন। বাঙালি ললনার দড়ি কলসী নিয়ে নদীতে ভবলীলা সাঙ্গের কথা তাদের না জানবারই কথা, তবু ডুবুরি মোতায়েন রইল। একজন পুলিশ অফিসার আমার স্বামীর দিকে এমন ভাবে দেখলো - ভাবখানা এমন যে, তোমার স্ত্রী missing হয়ে যায়, তুমি তো মিয়া মোটেই Caring Husband নও ।

রাত গভীর হচ্ছে। জাহাজ থামছে না। যাত্রীরা কেউ বলছে না 'ফিরে চলো'। আমিও না। সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে এত দূর এসেছি কি এই সৌন্দর্যের এতটুকু গায়ে মেখে ফিরে যেতে ! হঠাৎ মনে হলো - কোনদিন আর ফিরে যাব না। আমার মত নগণ্য এক আদম সন্তান না ফিরলে সমাজ সংসারের কী এমন আসবে যাবে ! মনে পড়লো- প্রথম সমুদ্র দেখতে গিয়ে আমার চার বছরের মেয়ে যেমন ফেরার মুহূর্তে বলেছিল- (সত্যিই বলেছিল) 'আমি আর কোনদিন ঢাকা ফিরে যাব না, আমাকে এখানে একটা বাসা কিনে দাও না।' প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, একসময় কবিতা লেখার চেষ্টা করতাম – অনেকদিন অব্যাহত রেখে নিরাশ হবার পর এখন একরকম ছেড়েই দিয়েছি। বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে, আমার পক্ষে কবি হওয়া সম্ভব নয়। তবে এই কাব্যিক ভূত বিশেষ করে আমার মেয়ের কাঁধে ভালোই ভর করেছে। সেদিন দেখলাম, ছেলেও পিছিয়ে নেই খুব একটা।

আরও কিছু দূর যেতেই হঠাৎ বৃষ্টি। ছাউনীবিহীন জাহাজ। ভিজে একশা। বৃষ্টির ঠাণ্ডা ছাঁট সূঁচের মত বিঁধতে লাগলো। যাত্রীরা হল্লা শুরু করে দিল - 'জাহাজ তীরে ভিড়াও'। তখন আমরা কানাডার বর্ডার ঘেঁষে চলছি। জাহাজ তীরে ভিড়লো। পাহাড়ি ঢাল বেয়ে অনেক কষ্টে ওপরে উঠে এলাম। ততক্ষণে বৃষ্টির দাপট বেড়েছে, সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। জোছনা গা ঢাকা দিয়েছে মেঘের আড়ালে। বাদল এবং হাওয়া - কোনটাই সহ্য করা যাচ্ছে না। আশ্রয় নেয়া দরকার। হাতের তালুতে বাতাস বৃষ্টি বাঁচিয়ে সামনে তাকিয়ে দেখতে পেলাম অদূরে একটা ইমারতে জ্বলতে থাকা জোরালো আলো। ঝড় জলে কেটে কেটে যাচ্ছে আলোর রশ্মি। দৌড়ে

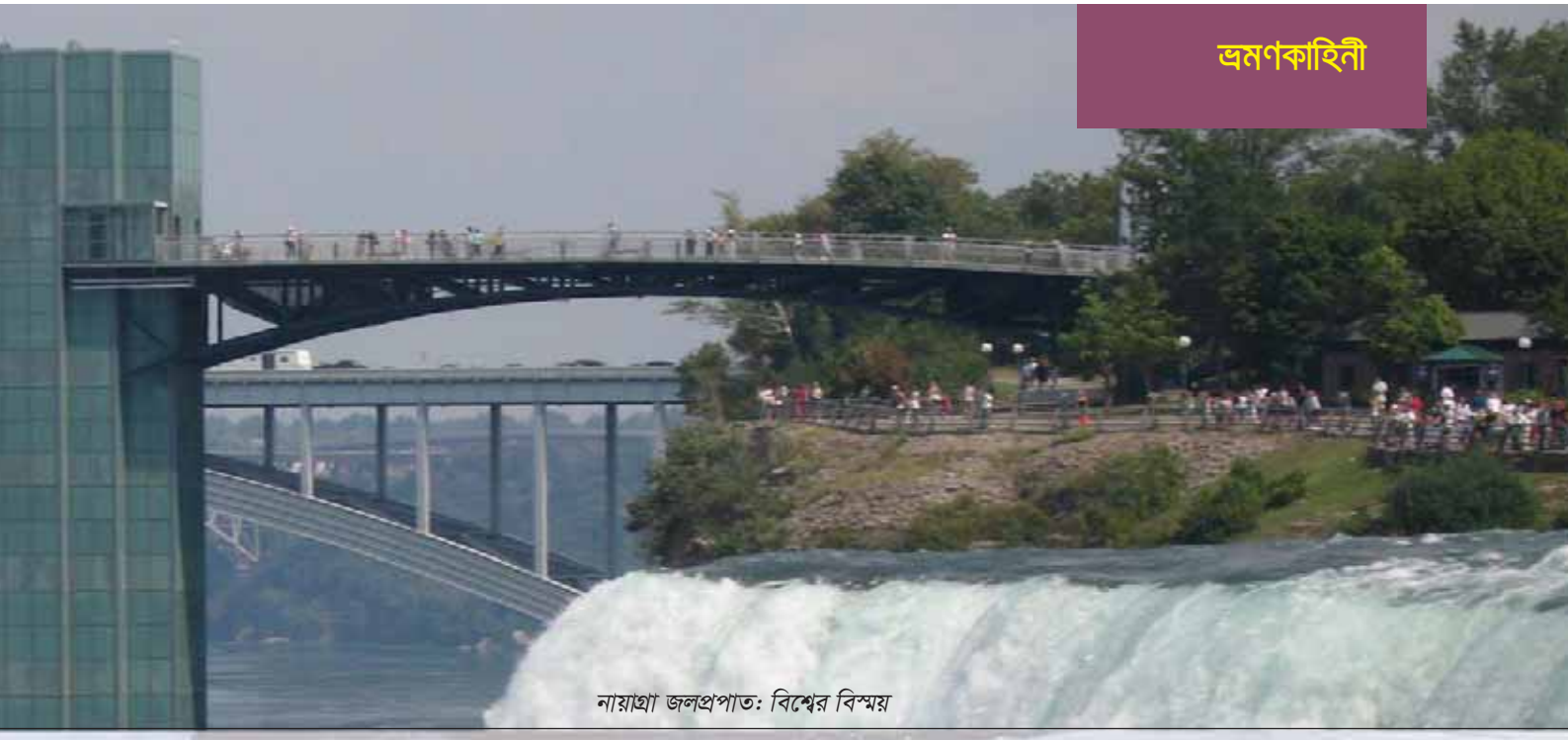

নায়াগ্রা জলপ্রপাত: বিশ্বের বিস্ময়

সেখানেই উঠলাম সবাই। কিন্তু বিধি বাম। ওটা কানাডার সিকিউরিটি পুলিশের অফিস। নানান রকম জেরায় নাস্তানাবুদ। আমেরিকার পাড়ে না উঠে আমরা কেন কানাডায় ঢুকে পড়লাম। পুলিশদের একজনের চেহারা অতি রুক্ষ মনে হলো। চাহনিও বিকট। ভাবলাম এবার নির্ঘাত কোমরে দড়ি। তারপরের হেনস্তার কথা মনে করে দম বন্ধ হবার জোগাড়। বলে রাখা ভালো, এ সবই আমাদের দেশীয় আদলের ভাবনা। কিন্তু সবকিছু মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ধোঁয়া ওড়া কফি চলে এলো সঙ্গে উলেন জ্যাকেট। পুলিশ কর্তৃক এমন জামাই আদর তাও আবার নিয়ম ভাঙ্গার পর, ভাবা যায় !

জাহাজের নাবিককে ডেকে ধবল ধোলাইয়ের বদলে করা হলো একই রকম মধুর আপ্যায়ন, তারপর নিরাপদ জেটিতে জাহাজ ভিড়িয়ে বৃষ্টি থামার অপেক্ষায়। পুলিশের শশব্যস্ত পদচারণায় মনে হলো আমাদের সর্বরকম নিশ্চয়তা প্রদানই তাদের তখনকার একমাত্র কাজ।

অতি অল্প সময়ে অপেক্ষার অবসান ঘটলো। মনে হলো এক স্বর্গীয় অলীক ইশারায় দ্রুত অন্য দ্রাঘিমায় যুগপৎ রওনা হলো ঝড়ো হাওয়া আর বৃষ্টি। একটু একটু করে জোছনার আবির্ভাব দেখতে পেলাম আকাশ কোণে। চনমন করে উঠলো মনটা। আবার জাহাজে অবতরণ। তবে নায়াগ্রার দিকে না ফিরে 'সম্মুখে চালাও তরী' এমন মুখভাব সবার। ভাবলাম, ক্ষতি কি ? 'এভাবেই যায় যদি দিন যাক না' !

এর মধ্যেই মেঘ ফুঁড়ে ওঠা পূর্ণ চাঁদ দখল করে নিয়েছে আকাশ। ভরাট জোছনা নায়াগ্রার পানিতে উপুড় হয়ে পড়েছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমার দেশের রূপসা নদীতে ছই তোলা বড় পালের নৌকা। দাঁড় বাইছে মাঝি, লগির মাথায় কেরোসিনের লুণ্ঠন জ্বলছে। ভেতরে সোনালী ধানের পাঁজা, খালুই ভরা জ্যান্ত রূপালী মাছ লাফাচ্ছে। পাশেই নথ দুলিয়ে ঘোমটা মাথায় বউ উঁকি দিচ্ছে ..... নদীর ওপার থেকে ভেসে আসছে সঙ্গীত গুরু শচীনদেব বর্মনের গান- 'কে যাসরে ভাটির গাঙে বাইয়া.... ।

হঠাৎ মনে হলো, আমাদের দেশের সমুদ্রের সেই আছড়ে পড়া ঢেউয়ের দেখা তো পেলাম না। কোথায়ই বা সেই ফেনিল জলরাশি, বালিয়াড়ি তীর ? গোড়ালি ডুবিয়ে কেউ হেঁটে যাচ্ছে না অজানায়। নেমে আসছে না সূর্য তার গোলাকার লাল দেহ নিয়ে। ঢেউ ছাপিয়ে রক্তিম অনুভব যাচ্ছে না হৃদয় ছুঁয়ে।

নিমেষে মনটা খারাপ হয়ে গেল। গা থেকে তুষার রোধের উলেন জামা খুলে ফেললাম। কোন তুষারপাত আমাকে ছুঁতে পারছে না। আমি তখন ভিজে যাচ্ছি তুমুল জোছনায়। ওপরের দিকে তাকালাম। বৃষ্টি শেষে আমেরিকার আকাশে প্রকাণ্ড চাঁদ তখন হাসছে। কবি তারাপদ রায়ের দুটি কবিতার লাইন মনে এলো ঃ

'চাঁদটা আমার বরের মত হারামী; পেছন ছাড়েনা দেখছি।'

নিজের মনে হেসে চাঁদের দিকে তাকালাম। গোলাকার চাঁদের মধ্যে আমার ছেলেমেয়ের অশ্রুসিক্ত চোখ। আমার দিকে তাকিয়ে বলছে - 'পাগলামি করো না তো মা'! নাবিককে বললাম, 'জাহাজ ঘোরাও।'

ফিরে এসে দেখি কেউ কোথাও নেই। নায়াগ্রার সঙ্গী কেবল প্রপাতের ঝর্ ঝর্ শব্দ। জাহাজের অন্য যাত্রীরা যে যার মতো চলে গেল। আমি যাব কোথায়? মোটেল যেটাতে উঠেছিলাম, সেও অনেক দূরে। পথও চিনি না। নিউইয়র্কের রাস্তা জনমানবহীন। ততক্ষণে খোঁজার কাজে ব্যস্ত আমেরিকান পুলিশ আমার সামনে। জানালাম - পথ হারিয়ে ফেলেছি, স্বামী সন্তানের কাছে যেতে চাই।

আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো ইমিগ্রেশন অফিসে। প্রথমেই পাসপোর্ট চাইলো। দিলাম। কম্পিউটারে সার্চ দিল। পুলিশ কর্মকর্তার দুই ভ্রু'র মাঝখানে ভাঁজ পড়তে দেখলাম। প্রশ্ন করলো - সিডিউল অনুযায়ী তুমি একদিন পরে আমেরিকায় ঢুকেছো, ঐ একদিন দুবাইতে ছিলে, কেন ? বললাম, ঢাকা থেকে পৌঁছাতে দেরি হওয়ায় ওয়াশিংটনের উড়োজাহাজ আমাদেরকে ফেলে চলে গিয়েছিল। তারপর আরও কঠিন কিছু প্রশ্ন - তবে অবশ্যই হাসিমুখে, চোয়াল শক্ত করে নয়। আমার উত্তর অবশ্যই ভয়ার্ত এবং শুষ্ক মুখে। তাদের শেষ মন্তব্য - 'স্বামী-সন্তানকে না জানিয়ে নদী ভ্রমণ খুব অন্যায় কিছু নয়, তবে জানিয়ে গেলে ভাল হতো।' তাদের মুখেই শুনলাম - তোমার স্বামী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, সে ঠিকানা রেখে গেছে, আমাদের সিকিউরিটিসহ গাড়ি তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসবে।' আমি নির্বাক বোকার মতো তাকিয়ে আছি তাদের দিকে। এতক্ষণে নিজেকে ধিক্কার দিলাম - ছিঃ ছিঃ এরকম একটা কাজ আমি কীভাবে করলাম ! সমুদ্র আমাকে বরাবরই টানে, তাই বলে পরিবার থেকে ছিনিয়ে নেবে এমন তো হবার কথা নয়।

পা বাড়িয়েছি - দেখি আমার চূড়া বিহান আর তাদের বাবা আসছে। পুলিশ ইতোমধ্যে তাদের inform করেছে, কবি হতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি। তবে সমুদ্র বিলাসী এক বাঙালি ললনাকে পাওয়া গেছে। ছেলেমেয়েকে জড়িয়ে ধরলাম। ওদের বাবা অদূরে দাঁড়িয়ে। কতখানি রেগে আছেন অল্প আলোয় তা আন্দাজ করা যাচ্ছে না।

হঠাৎ মনে হলো কে যেন আমায় মৃদু ধাক্কাচ্ছে। ছেলেমেয়ে বলছে, 'মা ওঠো, ঐ দেখ সূর্য উঠছে, নায়াগ্রা দেখতে যাবে না ?'

এমন কুম্ভকর্ণের ঘুম আমি কোনদিন ঘুমাইনি।

লেখক: যুগ্ম পরিচালক, ডিওএস, প্রধান কার্যালয়

ইনক্লুসিভ ফিন্যান্স এ্যান্ড সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

মোড়ক উন্মোচন করছেন প্রফেসর ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) এ ১৩ ডিসেম্বর ২০১৩ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমানের Inclusive Finance and Sustainable Development শীর্ষক একটি গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ। অনুষ্ঠানে ব্যারিস্টার রফিকুল হক, খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ, প্রফেসর হান্নানা বেগম, এস এ চৌধুরী, মোঃ নুরুল আমিন, প্রফেসর শিবলী রুবায়েত-উল-ইসলাম এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের চেইঞ্জ ম্যানেজমেন্ট এডভাইজার মোঃ আল্লাহ মালিক কাজেমী গ্রন্থ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও বিভিন্ন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীগণ, প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, গবেষক, সাংবাদিকসহ দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ব্যাংক ক্লাবের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ঢাকার উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী আন্তঃবিভাগ ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০১৩ আর কে মিশন রোডস্থ ব্যাংক ক্লাব মাঠে ২২

পুরস্কার বিতরণ করছেন মহাব্যবস্থাপক ড. আবুল কালাম আজাদ

ও ২৩ নভেম্বর ২০১৩ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় সদরঘাট, ক্যাশ বিভাগ ও মতিঝিল অফিসসহ সাতটি দল অংশগ্রহণ করে। মতিঝিল অফিস ও ক্যাশ বিভাগ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ হয়। ২৩ নভেম্বর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন মহাব্যবস্থাপক ড. আবুল কালাম আজাদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংক ক্লাব, ঢাকার সভাপতি মোঃ সহিদুল ইসলাম।

এর আগে ব্যাংক ক্লাবের আন্তঃকক্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ১২ নভেম্বর ব্যাংক ক্লাব ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধান অতিথি মহাব্যবস্থাপক ড. আবুল কালাম আজাদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংক ক্লাবের সভাপতি মোঃ সহিদুল ইসলাম। আন্তঃকক্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় নারী ও পুরুষ বিভাগে ২০১৩ সালে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন হেলেনা খানম ও জিএম সফেদ আলী।

বনানী কোয়ার্টারস প্রিপারেটরি স্কুলে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

ঢাকায় বনানীস্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তা নিবাসের প্রিপারেটরি স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রমকে আধুনিকীকরণ এবং গতিশীল করার লক্ষ্যে শিক্ষিকামণ্ডলীর জন্য উন্নততর পাঠদান কৌশল এবং পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের ওপর ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৩ দিনব্যাপী একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। স্কুল ম্যানেজিং কমিটির আয়োজনে সেভ দ্য চিলড্রেন এর সার্বিক সহায়তায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি উপ মহাব্যবস্থাপক মোঃ শহিদুর রহমান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। সেভ দ্য চিলড্রেন এর শিখন কর্মসূচির প্রোগ্রাম ডিরেক্টর তালাৎ মাহমুদ এবং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ম্যানেজার মোজাম্মেল হক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি পরিচালনা করেন। এ ধরনের প্রশিক্ষণ নিয়মিতভাবে আয়োজন করার পাশাপাশি শিক্ষিকাগণকে পর্যায়ক্রমে মেয়াদী শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রেরণের বিষয়েও কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

শোক সংবাদ

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৩ এর যুগ্ম পরিচালক মীর আবুল কাশেম ৮ ডিসেম্বর ২০১৩ সন্ধ্যায় পেশাগত দায়িত্বপালন শেষে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার পাগলা বাজার এলাকায় মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি....রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৫৩ বছর। তিনি ৮ জানুয়ারি ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকরিতে যোগদান করেন। তিনি শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলায় ৫ জানুয়ারি ১৯৫৯ জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র ও দুই কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান।

এসএমই বিষয়ক অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি

বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) যৌথ উদ্যোগে রাজধানীর একটি হোটেলে ৬ নভেম্বর ২০১৩ এন্ট্রাপ্রেনারশিপ এন্ড ইনোভেশন এক্সপো এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান।

অনুষ্ঠানে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনার প্রক্রিয়াকে সহজতর করার লক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি হ্যান্ড অব এন্ট্রাপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট নামক একটি গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাষ্ট্রপতি বলেন, প্রতি জেলাতেই কিছু না কিছু বিশেষ পণ্য রয়েছে সেই ঐতিহ্যকে কাজে লাগিয়ে 'এক উপজেলা এক পণ্য' কনসেপ্টকে গুরুত্ব দিয়ে দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে আরও উৎসাহিত করতে হবে। রাষ্ট্রপতি সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিখাতের উদ্যাক্তাগণকে বাংলাদেশের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন অভিনব উদ্যোগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরিতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ডিসিসিআই এর উদ্যোগকে সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানে গভর্নর ড. আতিউর রহমান নতুন উদ্যোক্তাদের আর্থিক সেবা প্রাপ্তি সহজ করার জন্য একটি নতুন পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠনের ঘোষণা করেন। এ তহবিল থেকে যেকোনো নতুন এসএমই উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে বলে তিনি জানান।

অনুষ্ঠানে আরও অনেকের মধ্যে এফবিসিসিআই এর সভাপতি কাজী আকরাম উদ্দিন আহম্মেদ, অ্যামচেমের সভাপতি আফতাবুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিসিসিআইয়ের সভাপতি সবুর খান। এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক সুকোমল সিংহ চৌধুরী উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ডিসিসিআই ও এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ আয়োজিত এন্ট্রাপ্রেনারশিপ এন্ড ইনোভেশন এক্সপ্রো এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ

বিবিটিএ প্রকাশিত জার্নালের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী (বিবিটিএ) কর্তৃক প্রকাশিত জার্নাল Thoughts on Banking and Finance এর প্রথম সংখ্যাটির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান ১৯ নভেম্বর ২০১৩ বাংলাদেশ ব্যাংকের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। গভর্নর ড. আতিউর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জার্নালটির মোড়ক উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিবিটিএ'র নির্বাহী পরিচালক মোঃ আতাউর রহমান।

গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, বিবিটিএ জার্নালটি সর্বাধুনিক গবেষণা এবং সৃজনশীল চিন্তা ও চেতনার পরিস্ফুটন ঘটিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। জার্নালটি বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জ্ঞানের ভিত্তিকে সমৃদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তিনি জার্নালে দারিদ্র্য বিমোচন, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন ও কৃষি এবং এসএমই উন্নয়ন সংক্রান্ত গঠনমূলক আর্টিকেল প্রকাশে গুরুত্ব আরোপ করতে জার্নাল কমিটিকে আহ্বান জানান।

Thoughts on Banking and Finance এর মোড়ক উন্মোচন করেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

ডেপুটি গভর্নর এস.কে.সুর চৌধুরী বলেন, বিবিটিএ জার্নালটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার Current Dynamics প্রকাশের আয়না হিসেবে কাজ করবে। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন UNDESA এর সিনিয়র এডভাইজার ড. হামিদ রশিদ এবং জার্নাল এর নির্বাহী সম্পাদক বিবিটিএ'র মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল আউয়াল। এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরগণ ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীতে চলছে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স। এতে অন্যান্যদের সঙ্গে ৩১জন নবনিযুক্ত সহকারী পরিচালকও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। এদেরই একজন জুবাইর আহমাদ প্রশিক্ষণগ্রহণকালীন সময়ের নানা অভিজ্ঞতার কথা নিয়ে তৈরি করেছেন।

বিবিটিএ'র ডায়েরি

আগস্ট ১৯, ২০১৩

হেড অফিসে প্রায় মাস খানেক 'আবকাশিক' হিসেবে টইটই করে ঘুরাঘুরির পর অবশেষে বিবিটিএতে ফাউন্ডেশন ট্রেনিং শুরু হলো। এইবার লক্ষ্মী ছেলের মতো পড়াশুনা করতে হবে ভার্সিটি লাইফের মতো। ক্লাস পরীক্ষা বাদ দিয়ে টিএসসিতে বসে চা খাওয়া, আড্ডাবাজি, গল্পগুজব আর চলবে না। যতই কষ্ট হোক সকাল থেকে সন্ধ্যা ক্লাসে বসে থাকতে হবে।

আগস্ট ২৯, ২০১৩

দুই সপ্তাহের ইকনমিক্স মডিউল চলে। ক্লাসে এসেই টিচাররা কে কে ইকনমিক্স পড়েছি জানতে চান। আমরা নাকি সবই পারি শুনে আমরা ক'জন প্রমাদ গুনি। কিছু জিজ্ঞেস করলে পরে যদি না পারি। মাঝে সাঝে সাজিদ খান পিছনে ফিরে জিজ্ঞেস করে, এইটার উত্তর ওইটা হবেনা ? পাঁচ বছরে কত্তো কিছু পড়ানো হয়। থোড়াই তার সব কিছু মনে থাকে। তবু সজোরে সম্মতিসূচক মাথা নাড়াই আমি। হঠাৎ পাশ থেকে ইংরেজির ছাত্র সমু ভাই সিরিয়াস হয়ে ওঠেন। এ্যাই, ক্লাসের পরে এগুলা সব আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে কিন্তু। আমি মাথা নাড়িয়ে সায় দেই।

বিবিটিএ ভবনের প্রবেশপথে স্থাপিত ভাস্কর শ্যামল চৌধুরীর ম্যুরাল

সেপ্টেম্বর ২৮, ২০১৩

সেদিন রাতে চা খেয়ে রুমে ফিরছি হঠাৎ মনে পড়লো কাল (২৪ তারিখ) সাকিব ভাইয়ের জন্মদিন। একটা সারপ্রাইজ পার্টি আয়োজন করতে পারলে মন্দ হয়না। সবাই মিলে বেশ আনন্দ ফুর্তি করা যাবে। যেই ভাবা সেই কাজ। গোপনে কয়েকজন মিলে টাকা তুলে কেক কিনলাম। পরের দিন রাতে সাকিব ভাইকে চমকে দিয়ে তার জন্মদিন পালন করা হলো। মানুষকে আনন্দ দেওয়ার মতো সুখকর আর কিছু নেই। ঠিক করা হলো এমনি করে ব্যাচের সবার জন্মদিন পালন করা হবে। বাদ যাবে না একটি শিশু।

সেপ্টেম্বর ২৯, ২০১৩

নাহ্ ঠিক করেছি এইবার সত্যি সত্যি ভালো হয়ে যাব। আর পিছনের সারিতে নয় এখন থেকে লক্ষ্মী ছেলের মতো একদম সামনের সারিতে বসে মন দিয়ে ক্লাস করব। কিন্তু ক্লাসে বসে খালি ঘুম পায় এবং ঢেঁকি স্বর্গ ধান ভানা কয়লা ময়লা এই সব নিয়ে কী সব প্রবাদ মনে পড়ছে।

অক্টোবর ৮, ২০১৩

সকাল দশটায় কমার্শিয়াল ব্যাংকিং বিষয়ে এক্সাম। সারা রাত খুব পড়াশুনা করবো এই উদ্দেশ্যে সারা সন্ধ্যা ঘুম দিলাম। দফায় দফায় চা সেবন হলো। খালি পড়াটাই ঠিক যুৎমতো হচ্ছে না। ১৪-১৫ টা লেকচারের মধ্যে মাত্র ৫-৬ খানা রিডিং দিয়েছি। সমু ভাইকে বললাম চলেন কিছু খাওয়া দরকার। চায়ের দোকান থেকে ফিরে এসে ঘন্টা খানেক টেবিল টেনিস খেললাম। চার গেম খেয়ে এই প্রথম লিটন ভাইকে এক গেম দিলাম। মাশাআল্লাহ খেলায় ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে দেখে মনটা খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলো। এদিকে আমরা খেলছি দেখে সাজিদ ব্যাপক বিরক্ত। আমাদের অবস্থা দেখে দেবী স্বরস্বতী নাকি সাহারায় পালিয়ে গেছেন। এই বলে রেসিং গেম খেলতে সে রুমে চলে গেলো। অথচ রবিবারের এক্সাম দুই দিন পিছিয়ে আজকে আনা হয়েছিল যাতে আমরা সময় নিয়ে গভীর জ্ঞান লাভে সমর্থ হই। কিন্তু কী করবো মন বসে না পড়ার টেবিলে ওই দিকে আবার বাম চোখে ইনফ্যাকশন। একটানা কিছুক্ষণ পড়লেই চোখে ব্যথা করে। চোখ থেকে পানি পড়ে।

অক্টোবর ১৩, ২০১৩

বিবিটিএতে দুই মাস ট্রেনিং আর গভীর জ্ঞান সাধনা করে শরীরে ভীষণ ক্লান্তি ভর করেছে সারা দিন ঘুমিয়েও ক্লান্তি দূর হওয়ার কোন লক্ষণই দেখতেছি না। দিব্যি বুঝতে পারছি পাঁচ বেলা মাছ মাংস দই মিষ্টি ফলমূল আর চা বিস্কুট খেয়ে শুধু নাদুসনুদুস এক খানা ভুড়ি গজিয়েছে। কিন্তু পুষ্টি হয় নাই।

অক্টোবর ২০, ২০১৩

বিবিটিএতে আসব বলে বাসা থেকে বের হয়েছিলাম বিকাল পাঁচটার দিকে। শেষ পর্যন্ত যখন রুমে ঢুকলাম তখন বারোটা বাজে। মাঝখানে স্কুল ফ্রেন্ডদের সাথে আড্ডা। ডিনার শেষে রুমে ব্যাগপত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই মারুফের সাথে এক বোর্ড টিটি। বাকী কলিগদের সাথে কুশল বিনিময়। ছাদে উঠে ফারুক ভাই আর সাব্বির ভাইএর সাথে কিঞ্চিৎ গল্পগুজব। আকাশে তখন গনগনে চাঁদ। রুমে ঢুকে সপ্তাহ-ধিক পুরানো ধূলাবালি ঝুল ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করলাম। কাল সকাল থেকে আবার সকাল সন্ধ্যা ক্লাস।

অক্টোবর ২২, ২০১৩

গত কয়দিন যাবত প্ল্যান চলছিল ক্লাস শেষ হতে হতে যেহেতু অন্ধকার হয়ে যায় তাই এখন থেকে সকাল সাতটা সাড়ে সাতটার দিকে উঠে ফুটবল খেলতে হবে। কিন্তু ওই ভোর বেলা ঘুম থেকে ওঠা কি আর যে সে কথা। যা হোক শেষ পর্যন্ত লিটন ভাই আর আমি মিলে সবার ঘুম ভাঙ্গানো শুরু করলাম। ইশ পাবলিককে সকাল সকাল কষ্ট দিয়ে ঘুম থেকে উঠানো যে কি আনন্দের! একেক জনের একেকটা অজুহাত কারো মাথা ব্যাথা তো কারো পায়ে ব্যাথা। কিন্তু আমাদের প্লেয়ার লাগবে তাই রুমন ভাই এর বুদ্ধি দরজায় নক করে না উঠলে বল দিয়ে দরজায় মারতে হবে। যে কথা সেই কাজ। অবশেষে বুলবুল ভাইকে নিয়ে আমরা বারো জন হলাম। রিপলিস বিলিভ ইট অর নট বুলবুল ভাই যাকে আজ অবধি কখনও কোন রকম খেলাতেই অংশ নিতে শোনা যায় নাই অথচ মাঠে তার মত দক্ষ গোলকিপার চোখে পড়েনা। মাঝখান দিয়ে একসময় মিডফিল্ডও

দাবড়িয়ে গিয়েছেন। ওইদিকে খেলার মাঝে হঠাৎ ওমর ফারুক ভাই এর কী হলো ডিফেন্সে দাঁড়িয়ে ডিগবাজি দিচ্ছেন, এদিকে বুলবুল ভাই গোলে একলা কিন্তু ডিফেন্ডার হিসেবে তাকে খাটো করার কোন অবকাশ নাই। সেই ডিফেন্স থেকে বল টান দিয়ে এনে উনি বারবার আমাদের ব্যস্ত রেখেছেন। একবার তো এমন টান সোজা আমার দিকে আমি অকর্মার ধাড়ি তখন এই দিকের ডিফেন্সে দাঁড়িয়ে আছি। বল নিয়ে আমার সাথে বিশাল সংঘর্ষ। ফলাফল দুই জনেরই আসমান দর্শন। আরেক বার রুমন ভাই ওনাকে ডজ দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পিছন থেকে তাকে টেনে ধরে দু'জনে মাঠে গড়াগড়ি। পাশেই মিরপুর স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের সাথে বাংলাদেশের টেস্টের প্রথম সেশনের খেলা আদৌ শুরু হতে পারে কিনা দেখার বিষয়।

নভেম্বর ৬, ২০১৩

গত কয়টা দিন ধরে বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ডের সাথে একটা একটা করে ওডিআই জিতে আর আমরা ভ্যাবলার মতো ক্লাসে বসে বসে হাঁসফাঁস করি। কখনও জানালা দিয়ে ফ্লাড লাইটের আলোর দিকে তাকিয়ে থাকি একদিকে স্যার ম্যাডামরা ফরেন এক্সচেঞ্জ বিষয়ে গভীর জ্ঞান দেন আর আমি ক্রিকইনফোতে স্কোর রিফ্রেশের অপেক্ষায় থাকি। স্টেডিয়ামের এত্তো কাছে থেকেও খেলা মিস কী প্রাণে সয় !

অবশেষে খেলা দেখার সুযোগ মিললো। ৩০-৪০ জন কলিগের বিশাল গ্রুপ নিয়ে গেলাম মিরপুর স্টেডিয়ামে একটাই আশা টাইগাররা জিতবে কিন্তু বিধি বাম বাংলাদেশ দল লড়াই করলো। হারলো।

নভেম্বর ২৪, ২০১৩

আহ্ সাত আট বছর পর ব্যাডমিন্টন খেললাম! ডিনার করে দশটার দিকে খেলা শুরু আর খেলা শেষ করে রুমে ফিরে দেখি দেড়টা বাজে। এক দিনে ডজন খানেক কর্ক শেষ।

রাতের খাবার খেতে ক্যান্টিনে গিয়ে তো চক্ষু চড়কগাছ। দেখি গত তিন মাসের রুই মাছ আর মুরগীর বোরিং মেন্যুর বদলে কই মাছ তার উপর আবার খানিকটা সস দিয়ে পরিবেশন করা পেঁপে বরবটির বিস্বাদ ভাজির বদলে ডাল দিয়ে লাউ। খেলাশেষে এমনিতেই ভয়াবহ ক্ষুধা পেয়েছিল খাওয়ার সময় মনে হলো অমৃত খাচ্ছি।

নভেম্বর ২৯, ২০১৩

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি প্রথম আলো নিউজ করেছে। অনিশ্চয়তার মুখে ব্যাংকের স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো। নাশতার টেবিলে আখতার ভাই এর মুখ থমথমে। পুরো বিবিটিএতে স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো নিয়ে উনার মতো চিন্তা বোধ হয় আর কেউ করে না। কোথাও কোন নিউজ হলেই ডেকে ডেকে সবাইকে শুনিয়ে যান। একটা পজিটিভ নিউজ আসলে খুশিতে তার চোখ মুখ রীতিমতো চকচক করে। কথা দিয়েছি বেতন বেড়ে একাউন্টে টাকা আসা মাত্র আমার পক্ষ থেকে উনাকে ট্রিট দিব। তবু নানা আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে আশার প্রদীপ মাঝে মাঝেই নিভু নিভু করে। চাকরি পেয়ে যারা নতুন বিয়ে করেছেন কিংবা যাদের মাইনের অনেক খানি চলে যায় পরিবারের পেছনে, ছোট ভাই বোনের পড়াশুনার খরচ জোগাতে তাদের মলিন মুখ দেখতে হয়। এর মাঝেই সুমন ভাইয়ের প্রস্তাব। আমাদের মধ্যে যারা ৩৩তম বিসিএসে এডমিন ক্যাডার পেয়েছে তাদের উপর এই ক্ষোভ ঝাড়া যেতে পারে। প্রস্তাবে সবার অকুণ্ঠ সমর্থন মেলে শুধু শাহেদ ভাই বাদে উনি হেসে পরিস্থিতি হালকা করার চেষ্টা করেন।

তবু দিন শেষে একটা ভালো খবরের আশায় সবাই ঘনঘন নিউজ আপডেট চেক করে। গভর্নর স্যারের আন্তরিক প্রচেষ্টার উপর সবার অগাধ বিশ্বাস।

■ *লেখক: সহকারী পরিচালক, বিবিটিএ*

স্বীকৃতি ও শাস্তি

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে কর্মক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মাননা প্রদান এবং অনিয়ম/অসদাচরণের জন্য তিরস্কৃতকরণ/শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকার কর্তৃক প্রণীত 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করে আসছে।

২০০৬ সাল থেকে 'বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এওয়ার্ড' চালু করা হয়েছে। এ পদ্ধতির আওতায় প্রতিবছর ৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে কর্মক্ষেত্রে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ এওয়ার্ড প্রদান করা হচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৫ জন কর্মকর্তাকে 'বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এওয়ার্ড-২০১১' প্রদান করা হয়েছে। ২০১২ সাল থেকে পুরস্কারের সংখ্যা বাড়িয়ে ১০ এ উন্নীত করা হয়েছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এওয়ার্ড প্রদানের পাশাপাশি অনিয়ম/অসদাচরণের জন্য শাস্তি প্রদানের বিধানও যথাযথভাবে পরিপালিত হচ্ছে। জুলাই, ২০১৩ হতে নভেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম/অসদাচরণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের শাস্তি প্রদান করা হয়েছে যা নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ

- প্রাইজবন্ডে ভুল স্ট্যাম্প প্রদান এবং কর্তব্যকর্মে অবহেলার কারণে ০২ জন কর্মকর্তার একটি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এক বছরের জন্য বিলম্বিতকরণ;
- অননুমোদিত ছুটি-উত্তর অতিবাস এর জন্য ১ জন কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত;
- অফিসে অননুমোদিত অনুপস্থিতির জন্য ১ জন কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত, ২ জন কর্মচারীকে তিরস্কার, ১ জন কর্মচারীকে বাধ্যতামূলক অবসর;
- বিনানুমতিতে অফিস ত্যাগের কারণে ১ জন কর্মচারীর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ছয় মাসের জন্য বিলম্বিত করণ;
- দায়িত্বপালনে অবহেলার জন্য ১ জন কর্মচারীকে তিরস্কার;
- ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ এর কারণে ১ জন কর্মচারীকে তিরস্কার।

উপরোক্ত পদক্ষেপসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকসহ পুরো ব্যাংকিং সেক্টরে সরকার কর্তৃক প্রণীত শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার আগামী সংখ্যায় (ফেব্রুয়ারি, ২০১৪) বাংলাদেশ ব্যাংকের লেখক, কবি, সাহিত্যিক যাদের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রকাশিত গ্রন্থ আছে (গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও যে কোন বিষয়ভিত্তিক) তাদের পরিচিতি প্রকাশ করা হবে।

এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল অফিসের লেখকদের নাম, পদনাম, মোবাইল নম্বর, বইয়ের নামের তালিকা লেখকের প্রকাশিত একটি বইসহ মহাব্যবস্থাপক, ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর বরাবরে প্রেরণ করার অনুরোধ করা হলো।

শব্দের শবদেহ

শেখ মুকিতুল ইসলাম

ঠিক করেছি এখন থেকে শুধু শব্দ লিখে যাব
একাকীত্বের শব্দগুলো বসবে একাকী
ভালোবাসার শব্দগুলো থাকবে ওদের বৃত্তাবদ্ধ করে
কিছু বয়সের ভারে ন্যূজ শব্দ ও লিখে যাবো এক কাতারে
কিছু বৃদ্ধ শব্দকে টেনে আনবো শব্দের বৃদ্ধাশ্রম থেকে
কিছু লিখবো হাসপাতালে ভর্তি অসুস্থ শব্দ
কিছু মৃত শব্দকে টেনে তুলবো পুরনো কবর থেকে
শব্দের শব নিয়ে মাতবো পৈশাচিক আনন্দে।

কিছু কদাকার শব্দকে প্লাস্টিক সার্জারি করিয়ে বানাবো প্রতিমা
কিছু অভিজ্ঞ শব্দকে বিরক্তির সাথে বসিয়ে রাখবো এক কোনায়
কিছু শব্দ লিখবো অর্থবোধক- কিছু দ্ব্যর্থবোধক - কিছু নিরর্থক অলংকার।

এই শব্দগুলোকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সাজিয়ে দিয়ো তুমি
করতে পারবে বিরাম চিহ্নের যথেচ্ছা ব্যবহার
যতটা চাও বিরতি নিয়ো আমার ভালবাসা থেকে
তবু তৈরি করতেই হবে তোমায় আজ
আমার পছন্দের শব্দে তোমার মনের কবিতা।

না হয় আজ আমি সব ভালবাসার শব্দ কেড়ে নিয়ে
শব দের সাথে হারিয়ে যাব......... চিরতরে।

একটা কবিতা লিখবো বলে

মোঃ তাসফিক নেওয়াজ

তোমায় নিয়ে একটা কবিতা লিখবো বলে
ঘুম নেই দু চোখে, কাটে একাকী সারা রাত
কিছুই হয়না লেখা, শুধুই নিস্তব্ধতা
থেমে রয় কলম আঁকড়ে ধরা আমার হাত।

তবুও হইনা হতোদ্যম- হতাশ
কারণ, একথাও তো জানি আমি,
কবিতা লেখা কি এতোই সহজ ? এতোই তুচ্ছ
তারপরেও নিবেদন করতে চাই আমার তুচ্ছ হৃদয়খানি।

তোমায় নিয়ে একটা কবিতা লিখবো বলে
ঘুম নেই দু চোখে, কাটে একাকী সারা রাত,
কিছুই হয়না লেখা, তারপরেও
অক্লান্তের মতো চলে আমার হাত।
কোন না কোনদিন, নিশ্চয়ই ফুটিয়ে তুলবো,
আমার হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি .... আমি জানি।

পুরনো চিঠি

নাছরিন সুলতানা

বর্তমান মুঠোফোনে জোনাকীর দীপ,
রিংটোন অপ্রাপ্তির সনাটা বেজে ওঠে।

নির্ভুল গায়কী তার জলরাশি চুল
চিরায়ত খোঁপা করে রাখে,
মাঝখানে গুঁজে রাখে অবাধ্য অপরাজিতা
মধ্যরাতে.... শৈশবে ওই জলের নাম ছিল ‘শঙ্খ’
এখন ‘উত্তরীয়’ হয়তো ‘উজাড়’ হবে
আরও কিছু সময় পেরোলে।

আক্ষেপের অমসৃণ পিঠে হেলান দিয়ে
কেটে যায় আকাশের থেকেও একলা দুপুর
জলছাপ নীল শাড়ি পড়ে;
ছায়ারা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়
সূর্য দূরে সরে গেলে, অভিমানে।

পুরনো চিঠিরা ধূলি-ধূসরিত
অনুভূতির রংচটা ডাকবাক্সে।
অন্ধকারে জেগে থাকে শুধু মৃত দলিল
আর ছাপার অক্ষরে সম্পর্কের সীলমোহর।

প্রয়োগ প্রয়োগ শুদ্ধ ভাষা

সুবলকুমার বণিক

জবাবদিহিতা শুদ্ধ নয়, জবাবদিহি

অনেকেই লেখে জবাবদিহিতা
কেন লেখে তার জবাব নেই
ভুল শব্দের এমন দাপট
দেখে মনে হয় নবাব সেই!
জবাবদিহি সে শুদ্ধ শব্দ
বলে দাও সারা রাজ্যময়
জবাবদিহিতা দাপুটে হলেও
ব্যাকরণে জেনো গ্রাহ্য নয়।

[‘আরবি-ফরসি মিশ্র শব্দ ‘জওয়াবদেহ’। বাংলায় এটিই ‘জবাবদিহি’ হিসেবে গৃহীত। এর অর্থ হচ্ছে ‘ কৈফিয়ত’, ‘কারণ প্রদর্শন’। কাজের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করে যে কোন জিজ্ঞাসার জবাব দিতে তৈরি থাকাই হচ্ছে ‘জবাবদিহি’। শব্দটি বিশেষ্যপদ। ‘জবাবদিহি’র সঙ্গে ‘তা’ প্রত্যয় যুক্ত করে একে পুনরায় বিশেষ্যপদ করবার কোন অবকাশ নেই। অথচ এই ভুল প্রয়োগ আমরা অহরহ করে চলেছি। লেখা হচ্ছে : ‘কারও কোন জবাবদিহিতার বালাই নেই।’ শুদ্ধ বাক্যটি হবে এরকম : ‘কারও কোন জবাবদিহির বালাই নেই।’ ‘জবাবদিহি’র সঙ্গে ‘তা’ প্রত্যয় যোগ করা একেবারেই অপ্রয়োজনীয় এবং অর্থহীন।]

বাংলাদেশ ব্যাংকের নবনিযুক্ত সহকারী পরিচালকদের কাছে বাংলাদেশ ব্যাংক ও তার নিজের সম্পর্কে কিছু বিষয় জানতে চাওয়া হয়েছিল। নাম, জেলা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ কতিপয় প্রশ্ন রাখা হয় তাদের সামনে। প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে জীবনের লক্ষ্য, বাংলাদেশ ব্যাংকে ইন্টারভিউ দেয়ার অভিজ্ঞতা, বাংলাদেশ ব্যাংকে নিয়োগপত্র পাওয়ার পর অনুভূতি, নিয়োগপত্র পাওয়ার পর বর্তমান অনুভূতি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে তাদের প্রত্যাশা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল। তাদের অনুভূতি, মতামত ও প্রত্যাশা নিয়ে এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

শেখ মুকিতুল ইসলাম
পাবনা ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তার জীবনে সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য ছিল না। বাংলাদেশ ব্যাংকে ইন্টারভিউ দিতে এসে ব্যাংকিং সেক্টর এর চেয়ে নিজ জেলা নিয়ে বেশি প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ায় বিব্রত ছিলেন। নিয়োগপত্র পাওয়ার পর অনুভূতি ভালো ছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে তার প্রত্যাশা জীবন ধারনের জন্য উপযোগী বেতন কাঠামো, উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
রাজশাহী ॥ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

তার জীবনের লক্ষ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করা। বাংলাদেশ ব্যাংকে ইন্টারভিউ দিতে এসে ভেবেছিলেন এমনকিছু প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে যার উত্তর হয়তো দিতেই পারবেন না। কিন্তু নিয়োগপত্র পাওয়ার পর সে এক অদ্ভুত অনুভূতি! বর্তমানেও তার অনুভূতি ভালো, তবে স্বতন্ত্র পে-স্কেলটা হলে আরও ভালো লাগত। বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে তার প্রত্যাশা দ্রুত সেপারেট পে-স্কেলের বাস্তবায়ন, উচ্চ শিক্ষা অর্জনে শাখা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, বন্ধুসুলভ ও আধুনিক কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, রাজশাহী অফিসে দ্রুত কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

সৌগত শোভন হায়দার
পিরোজপুর ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জীবনের লক্ষ্য ছিল কোটিপতি হওয়া। বাংলাদেশ ব্যাংকে ইন্টারভিউ দিতে আসাটা তার জন্য আনন্দের ছিল। কিন্তু নিয়োগপত্র পাওয়ার পর তার অনুভূতি ছিল আমি পেয়েছি! বর্তমানেও তার অনুভূতি ভালো, তবে পে-স্কেলটা হলে আরও ভালো লাগত। বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে তার প্রত্যাশা সম্মানজনক বেতন-কাঠামো, স্বচ্ছ নীতিমালার আলোকে পদোন্নতি ও বিদেশে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের সুযোগ।

সোহেল নওরোজ
ঝিনাইদহ ॥ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

বয়স বাড়ার পাশাপাশি তার জীবনের লক্ষ্যও পাল্টেছে। ছোটবেলায় ছিল শিক্ষক হওয়ার। পরিবারের ইচ্ছা ছিল চিকিৎসক হোক। তবে একটা পর্যায়ে গিয়ে আর বদলায়নি। যখন বুঝেছে যাই হোক না কেন 'ভালো মানুষ' হওয়ার সাধনাটাই মুখ্য।
নিবিড় অধ্যবসায় আর নানা প্রতিকূলতার পাহাড় ডিঙিয়ে প্রত্যাশামাফিক একটা চাকরির নিশ্চয়তা পাওয়ার অনুভূতি ছিল তেমনি আবেগ আর উচ্ছ্বাসে মোড়া। বর্তমান অনুভূতি হচ্ছে- প্রত্যাশা পূরণের আনন্দের সঙ্গে চাপকে উধাও করার স্বস্তিও দিয়েছে এ চাকরি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে প্রত্যাশা এটি আরও আধুনিক, গণমুখী এবং বৈচিত্রময় হবে।

মোঃ তানভীর আহমেদ সিদ্দিকী
খুলনা ॥ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

সত্যি বলতে জীবনের লক্ষ্যই ছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক হওয়া। জীবনের প্রথম চাকরির পরীক্ষাও বাংলাদেশ ব্যাংকে। বাংলাদেশ ব্যাংকে ইন্টারভিউ এর অভিজ্ঞতা অসাধারণ। এতো সুন্দর অভিজ্ঞতা বাংলাদেশ ব্যাংকে ভাইভা না দিলে কোন দিন হতোনা। জীবনে যেখানে যাওয়ার লক্ষ্য ছিল, তা পূরণের নিয়োগপত্র পেয়েছিলাম। বর্তমান অনুভূতি- এখানে কাজের পরিবেশ খুব বন্ধুত্বপূর্ণ। ব্যাংকের কাছে অনেক প্রত্যাশা আছে।

মোহাম্মদ তারেক কিবরিয়া
ঢাকা ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জীবনের নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য ছিল না। বাংলাদেশ ব্যাংকে ইন্টারভিউ এর অভিজ্ঞতা অসাধারণ। নিয়োগপত্র পাওয়ার পর মনে হয়েছিল আমি পাইলাম ইহারে। বর্তমান অনুভূতি আমি কেন পাইলাম ইহারে!! দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গঠনে বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে- এটাই ব্যাংকের কাছে প্রত্যাশা।

ফারুক হোসেন
ঝিনাইদহ ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিসিএস ক্যাডার হতে চেয়েছিলেন। ভাইভা বোর্ডে অনেক উৎকণ্ঠা নিয়ে ঢোকেন, পরে ঠিক হয়ে যায়। নিয়োগপত্র পাওয়ার পর মনে হয়েছিল- 'পাইলাম, আমি ইহাকে পাইলাম।' যোগদানের পরও একই অনুভূতি রয়ে গেছে। বহির্বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতো প্রথম সারিতে দেখতে চান।

সাইদুল ইসলাম
বরিশাল, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

সেনাবাহিনীর অফিসার হওয়ার ইচ্ছা ছিল। ব্যাংক একটি নতুন পরিচয় দিয়েছে বলে মনে করেন। আশা করেন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে কাজ করার সুযোগ পাবেন।

হাবিবুর রহমান
জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ডাক্তার হতে চেয়েছিলেন। প্রথমে একটু ভয় ছিল, পরে স্বাভাবিক হয়েছেন। নিয়োগপত্র পাওয়ার পর সে রাত আনন্দে ঘুমাতে পারেননি। যোগদানের পর অনুভূতি- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একজন সদস্য হতে পেরে ভালো লাগছে। ভালো একটা বেতন কাঠামোসহ বাইরে পড়াশুনা করার সুযোগ আরও বাড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করেন।

হিযবুল সিকদার
জেলা : বরগুনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভালো মানুষ হব- এই ছিল লক্ষ্য। ভাইভায় সুন্দরভাবে গুছিয়ে উত্তর দিতে পেরেছিলেন। নিয়োগপত্র পাওয়ার পর আনন্দ হচ্ছিল, সেসাথে উত্তেজনা অনুভব করেন। যোগদানের পর অনুভূতিও ভালো। স্বচ্ছলভাবে যেন চলতে পারেন সেই আর্থিক সুবিধা, বিদেশে প্রশিক্ষণ, সর্বোপরি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তা হিসেবে নিজেকে গর্বিত ভাবতে চান।

নাবিল আওয়াল
জেলা : পাবনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সুনির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য ছিল না। ইন্টারভিউ দিতে এসে মনে হচ্ছিল-আমি পারবো না। নিয়োগপত্র হাতে পেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। যোগদানের পর সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞতা জানান। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে জ্ঞান ও সততার মূল্যয়ন চান।

সত্য জুয়েল
জেলা : লক্ষ্মীপুর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

সুনির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য ছিল না। ইন্টারভিউয়ে খুব ভয় হচ্ছিল। নিয়োগপত্রকে নিজের অমূল্য সম্পদ মনে হয়েছিল। যোগদানের পর পরই প্রশিক্ষণ, তাই নিজেকে ছাত্রই ভাবছেন এখনো। বিশ্বমানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে দেখতে চান।

সাইফুল ইসলাম
জেলা : বগুড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সেনাবাহিনীর অফিসার হতে চেয়েছিলেন। শুরুতে কিছুটা ভয় থাকলেও পরীক্ষার বোর্ডে গিয়ে সাহস ফিরে আসে। বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ব্যাবস্থায় শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে এমনটি প্রত্যাশা।

মাজেদুল ইসলাম
জেলা : ঝিনাইদহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জীবনে বড়কিছু হবার ইচ্ছা ছিল। নিয়োগের পর মনে হয়েছে সেই পথেই তিনি যাচ্ছেন। প্রত্যাশা রাখেন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাংক আরও স্বাধীনতা ভোগ করতে সক্ষম হবে।

কেফায়েত জুয়েল
ফেনী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

নিজের জন্মদিনে নিয়োগপত্র হাতে পাওয়ার অনুভূতি ছিল অসাধারণ। এই ব্যাংকে যোগদান করা জীবনের সবচেয়ে বড় মাইলফলক বলে মনে করেন।

আবু রায়হান
লালমনিরহাট, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বড় হয়ে ক্রিকেটার হওয়ার ইচ্ছা ছিল। যোগদানের পর পরিবেশ ও সহকর্মীদের সাথে মানিয়ে নিতে কোন সমস্যা হয়নি। ব্যাংকের দায়িত্বপূর্ণ কাজের সাথে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে সমৃদ্ধ করার প্রত্যাশা।

আমিরুল ইসলাম
সিরাজগঞ্জ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ে অধ্যয়ন করায় অর্থনীতি বিষয়টি নতুন। প্রাণপণ চেষ্টা করছেন ব্যাংকিং বিষয়টি বোঝার। আশা করছেন এখন প্রমোশনটা হোক যোগ্যতার ভিত্তিতে।

সাজিদ খান
ফরিদপুর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিসিএস ক্যাডার হতে চেয়েছিলেন। অর্থনীতির ছাত্র হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কাজ করার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। এখন আশা যথাযথ বেতন-ভাতা ও গবেষণাকাজে আরও উৎসাহ দেয়া হোক।

বিমল গায়েন
সাতক্ষীরা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

চার্টার্ড একাউনটেন্ট হতে চেয়েছিলেন। যোগদানের পর থেকে ট্রেনিং একাডেমীতে আছেন। প্রতিদিন নতুন নতুন বিষয় শিখছেন এবং আশা করছেন ট্রেনিং এর পর ভাল পোস্টিং পাবেন।

মাহবুবুর রহমান
জেলা : ফেনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সবাই চিনবে এমন কিছু হতে চেয়েছিলেন। নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সফল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এমপ্লয়ি হিসেবে দাবী করতে পারার প্রত্যাশা রাখেন।

কাজের প্রশংসা পেলে সব কষ্ট দূর হয়ে যায়

– মোঃ আমিনুল ইসলাম-৬
কেয়ারটেকার ১ম মান

নানা রংয়ের গোলাপ, গ্ল্যাডিওলাস, রজনীগন্ধা, কসমস ফুল দিয়ে সুন্দর সুন্দর ঝুড়ি সাজায় মোঃ আমিনুল ইসলাম। সে কেয়ারটেকার ১ম মান হিসেবে ব্যাংকে কর্মরত আছে। প্রতিদিন ১৪টি ফুলের ঝুড়ি আর ৩০/৩১ টি ফুলদানিতে বিভিন্ন ডিজাইনে ফুল সাজানোর কাজটি করছে। এ কাজে তার সহযোগীও রয়েছে।

শুরুতে বাংলাদেশ ব্যাংকে গোলাপ, গাঁদা, পাতাবাহার দিয়ে ফুলদানীতে ফুল সাজানোর কাজটি করা হতো। বেশ কয়েক বছর ধরে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য বিভিন্ন দেশি-বিদেশি ফুল দিয়ে ঝুড়ি ও ফুলদানি সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ঝুড়িতে ফুল সাজানোর কাজটি আমিনুল ফুলের দোকানে গিয়ে দেখে শিখে। প্রথমে ফুল দিয়ে আটটি ঝুড়ি বানিয়েছিল, ফুলগুলো ভাল ছিল না বলে ঝুড়িগুলো দেখতে ভাল লাগছিল না। তারপর থেকে সাজাবার জন্য প্রতিদিন ভোর ছ'টায় তাজা ফুল কেনা হয়। এ কাজটি করে সিনিয়র কেয়ারটেকার হুমায়ুন কবীর। আমিনুল বেশিদূর পড়াশুনা করে নাই, তবে ছবি আঁকার শখ ছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদানের আগে সে বিভিন্ন ব্যানার তৈরি করতো। তার দুই মেয়ে ও এক ছেলের মধ্যে বড় মেয়ে সুন্দর ছবি আঁকে, পুরস্কারও পেয়েছে।

আমিনুলকে ফুল সাজানোর পাশাপাশি বাগানের কাজও করতে হয়। লোক কম থাকায় পরিশ্রম বেশি করতে হয়। বর্ষাকালে বৃষ্টির মধ্যে কাজ করতে কষ্ট হয়। তারপরও কাজের প্রশংসা পেলে সব কষ্ট দূর হয়ে যায়। একসময় সে ও তার দল গাছ দিয়ে ব্যাংকের মনোগ্রাম বানিয়ে সকলের কাছে প্রশংসিত হয়েছিল। বর্তমান গভর্নর ড. আতিউর রহমান সম্প্রতি ব্যাংক চত্বরের বাগানে আমিনুলকে ডেকে জানতে চান বাগানে ফুল নেই কেন আমিনুল জানায় বর্ষার ফুল শেষ, শীতের ফুল চাষের কাজ চলছে, শীঘ্রই ফুল ফুটবে। গভর্নর মহোদয় সরাসরি তার সাথে আন্তরিক আলাপ করেছেন বলে সে সেদিন খুবই আনন্দিত হয়েছে। আমিনুল জানায় সে সাবেক গভর্নর ড: মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনের প্রতিও খুব কৃতজ্ঞ।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

মুদ্রার ধারণা

বাংলাদেশের মুদ্রা

আজকের বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের আগ পর্যন্ত ছিল পূর্ব পাকিস্তান। অর্থাৎ পাকিস্তানের অংশ। আবার ১৯৪৭ সালের আগে ছিল ভারতবর্ষের অংশ। তারও আগে স্বাধীন বাংলার পূর্বাঞ্চল বা পূর্ববাংলা। সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাংলাদেশের মানচিত্র, রাজা– এসবের বদল হয়েছে বারবার, আর সেইসঙ্গে বদল হয়েছে দেশের মুদ্রা।

বাংলাদেশের ধাতব মুদ্রা কবে, কীভাবে বা কার হাত দিয়ে প্রথম চালু হয়েছে সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে খ্রিস্টজন্মের কয়েকশ বছর আগে এখানে ধাতব মুদ্রা চালু হয়েছিল বলে পণ্ডিতেরা জানতে পেরেছেন। বগুড়ার মহাস্থানগড়ে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, ব্রাহ্ম শিলালিপিতে তার মুদ্রার উল্লেখ আছে। এসব মুদ্রার নাম গন্ধক আর কাকনিক। এর আগে তো ভারতবর্ষে কড়ি দিয়ে কেনাকাটা হতো। বাংলাদেশেও কড়ির প্রচলন ছিল। উল্লেখ আছে, চারটি কড়ি দিয়ে একটি গন্ধক মুদ্রা পাওয়া যেত। এর মানে একটি গন্ধক মুদ্রার মান বা মূল্য ছিল চারটি কড়ির মূল্যের সমান।

সর্বপ্রাচীন মুদ্রা

বাংলাদেশের পশ্চিমদিকে রয়েছে ভারতের পশ্চিমবাংলা নামক একটি রাজ্য। একসময় এই পশ্চিমবাংলা আর আমাদের বাংলাদেশ (সে সময়কার নাম পূর্ববাংলা) মিলে ছিল তখনকার বাংলাদেশ। এই পশ্চিমবাংলার মেদিনীপুর জেলার একটি স্থানের নাম তমলুক। প্রাচীনকালে তমলুকের নাম ছিল তাম্রলিপ্তি। তাম্রলিপ্তি ছিল ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য নামকরা একটি স্থান। সেখানে কালতিস নামক সোনা বা রুপার তৈরি এক ধরনের মুদ্রা পাওয়া যেত। রাজশাহী ও ঢাকায় এসব মুদ্রা পরে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই মুদ্রাগুলো ঢালাই কারখানায় তৈরি। এগুলোতে পাঞ্চ যন্ত্রের সাহায্যে ছাপকাটা থাকত। এই মুদ্রাগুলোকে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন মুদ্রা বলে মনে করা হয়। যিশুখ্রিস্টের জন্মের আগে এই মুদ্রাগুলো শত শত বছর ধরে বাংলাদেশে চলেছে।

পাকিস্তানের একটি প্রদেশের নাম পাখতুনখোয়া (পূর্বনাম উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ)। যিশুখ্রিস্টের বহু পূর্বে কুশান বংশের রাজারা এ এলাকা শাসন করত। তাদের বানানো কিছু মুদ্রা বাংলাদেশে পরবর্তী সময়ে পাওয়া গেছে। তবে গবেষকরা বলছেন যে, কুশান রাজাদের মুদ্রা কখনও বাংলাদশে চালু হয়নি। অনুমান করা হচ্ছে যে, কোনো বণিকদল হয়তো বাণিজ্যের উদ্দেশে এসব মুদ্রা নিয়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন। আবার দেশ দখলের জন্য আগত সৈন্যরাও এসব মুদ্রা এনে থাকতে পারে।

ভারতবর্ষের শাসন যখন গুপ্তবংশের রাজাদের দখলে, তখন তারা তাদের মুদ্রা চালু করেছিলেন। এসব মুদ্রা বাংলাদেশে নানা স্থানে বহুল পরিমাণে পাওয়া গেছে। এ থেকে ভালো করেই বোঝা যায়, গুপ্তরাজাদের চালু করা টাকা বাংলাদেশে চালু ছিল।

গুপ্তবংশের রাজাদের আমলে বাংলাদেশে সোনা ও রুপা উভয় ধরনের মুদ্রাই চালু করা হয়। এসব সোনার মুদ্রা বা স্বর্ণমুদ্রাকে বলা হতো দিনার। আবার রুপার তৈরি মুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রাকে বলা হতো রুপক। এ সময় তামার মুদ্রাও চালু ছিল। গুপ্তশাসক আমাদের দিনার মূলত জমি কেনাবেচার জন্য ব্যবহার করা হতো। তা ছাড়া দামি জিনিস কেনা বা দূরে ব্যবসাবাণিজ্যে টাকা নিয়ে যাওয়ার কাজেও দিনার বা রুপক ব্যবহৃত হতো।

কড়ি হলো টাকা

গুপ্তবংশের পতন হলেও বাংলার স্বাধীন রাজারা আগের মতো স্বর্ণমুদ্রা বা দিনার চালু রাখেন। তবে রুপক বা রুপার তৈরি টাকা উধাও হয়ে যায়। এটা ছিল পঞ্চম শতক। বাজারে তখন আবার কড়ির টাকা প্রচলন হয়। চীনদেশের একজন বিখ্যাত পর্যটক তখন বাংলাদেশে বেড়াতে এসেছিলেন। পর্যটক হলেন তারাই যারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ঘুরে বেড়ান। পৃথিবীর সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখা আর মনের খুশিমতো ঘুরে বেড়ানো কী মজার কাজ, তাই না ! চীনদেশের সেই পর্যটকের নাম ছিল ফা-হিয়েন। তিনি বাংলাদেশর বহু জায়গা ঘুরে দেখেন এবং মুগ্ধ হন। দেশে ফিরে গিয়ে ফা-হিয়েন লেখেন এক মজার ভ্রমণকাহিনী। সেই ভ্রমণকাহিনী থেকে সে সময়কার বাংলাদেশ সম্পর্কে অনেক মজার তথ্য পাওয়া যায়। ফা-হিয়েন ভ্রমণকাহিনী থেকেই জানা যায়, তখন বাংলাদেশে কড়ির প্রচলন ছিল।

আবার পুরোনো আমলের চর্যাপদেও কড়ির কথা বলা আছে। চর্যাপদ হলো বাংলা ভাষায় রচিত সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ। বাংলাভাষা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে আজকের পর্যায়ে এসেছে। সেই প্রাচীন আমলের বাংলা ভাষার রূপ কী ছিল, তা বুঝতে হলে চর্যাপদ পড়তে হবে।

বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীন বাঙালি রাজা ছিলেন শশাঙ্ক। তাঁর মৃত্যুর পর দেশে দীর্ঘদিন গণ্ডগোল চলে। শুরু হয় অরাজকতা। যুদ্ধ চলে প্রায় ১০০ বছর। রাজায় রাজায় যুদ্ধ। দেশ দখলের যুদ্ধ। এ সময়টাতে রাজারা পড়লেন খুব অসুবিধায়। তাদের যুদ্ধের খরচ চালাতে হয়। আবার নিজেদের বিলাসী জীবনও চালাতে হয়। এভাবে খরচ মেটাতে গিয়ে রাজাদের সাবধান হতে হয়েছে। তারা লক্ষ্য করলেন যে, দ্রুত রাজকোষ খালি হয়ে যাচ্ছে। অথচ রাজকোষে প্রচুর স্বর্ণ থাকা দরকার। সে জন্য খাঁটি সোনা দিয়ে মুদ্রা তৈরি তারা বন্ধ করে দিলেন। তখন শুরু হলো খাদমেশানো স্বর্ণের মুদ্রার প্রচলন। ধীরে ধীরে স্বর্ণমুদ্রায় খাদের পরিমাণ

বাড়তে লাগল। ফলে মানুষ স্বর্ণমুদ্রা নিতে ভয় পেতে লাগল। কারণ তারা জানতে পারত না যে, স্বর্ণমুদ্রায় কতটুকু স্বর্ণ আছে, কতটুকুই-বা খাদ আছে। এভাবে স্বর্ণমুদ্রার চাহিদা কমে গেল। বাজারে স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে সামান্য জিনিস কিনতে গেলেও মানুষ তা নিতে অস্বীকার করতে শুরু করল। মানুষ যা নিতে অস্বীকার করে তা কখনও টাকা হতে পারে না। অগত্যা স্বর্ণমুদ্রা বাজার থেকে বিদায় নিল।

এদিকে রুপার টাকা তো আগেই বাজার থেকে উধাও হয়েছিল। অগত্যা আবার চালু হলো কড়ি দিয়ে লেনদেন। কড়ি কিন্তু এবার আগের মতো মানুষের মন কাড়তে পারল না। সোনারুপার টাকা দিয়ে এতদিন যারা বাজারে কেনাবেচা করত তারা আবার কড়ি দিতে বা নিতে চাচ্ছিল না। মানুষ তখন বেশ বুঝতে শিখেছিল যে, কড়ির আসলে কোনো দামই নেই। সোনার বা রুপার টাকা গলিয়ে ফেললেও মূল্যবান ধাতু পাওয়া যায়। কিন্তু কড়ি ভাঙলে কিছুই পাওয়া যায় না।

চীনা পর্যটক ফা হিয়েন

৭৫০ খ্রিস্টাব্দে এদেশে ক্ষমতায় এলেন পালবংশের রাজারা। তাঁরা এদেশ শাসন করলেন ১১৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। পালবংশের রাজারা দেশের যাবতীয় অশান্তি দূর করলেন। সমাজের সব বিশৃঙ্খলা তাঁরা কঠোর হাতে দমন করলেন। এঁদের পতনের পর সেনবংশের শাসকরা সিংহাসনে আরোহন করলেন। তারা ১২০৪ সাল পর্যন্ত দেশ শাসন করলেন। কিন্তু পাল ও সেনবংশের রাজাদের আমলে কোনোরূপ মুদ্রা চালু হয়েছে বলে জানা যায়নি। অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন, পালবংশের রাজাদের আমলে দু-একটি রৌপ্য ও তামার মুদ্রা চালু হয়। কিন্তু এরূপ দাবি কেউ সঠিকভাবে প্রমাণ করতে পারেননি।

১২০৪ খিস্টাব্দে এ দেশের রাজা ছিলেন লক্ষ্মণ সেন। এ সময় ইখতিয়ারউ-দ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি লক্ষ্মণ সেনের কাছ থেকে বাংলার সিংহাসন কেড়ে নেন। বখতিয়ার খলজির সঙ্গে আরও বহু লোক এ দেশে আসেন। তাঁরা বাংলাদেশের অদ্ভুত টাকা দেখে খুবই আশ্চর্য হন। তারা দেখেন, এ দেশের বাজারে কড়ি দিয়ে জিনিস কেনাবেচা হচ্ছে। সে সময় মিনহাজউদ্দিন নামে একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন। ইতিহাসে পণ্ডিত ব্যক্তিদের ঐতিহাসিক বলা হয়। মিনহাজউদ্দিন লক্ষ্মণ সেনের শাসনামলের নানন বিষয়ের বর্ণনা দিয়ে গেছেন। লক্ষ্মণ সেন ছিলেন একজন দানবীর। তার কথা বলতে গিয়ে মিনহাজউদ্দিন লিখেছেন যে, রাজা গরিব ও বিপদগ্রস্তদের লক্ষ কড়ি দান করতেন।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

তথ্য ও উপাত্ত

মাথাপিছু গড় আয় (মার্কিন ডলার)
২০১২ সালে ৮৪০ মার্কিন ডলার
*২০১৩ সালে ১০৪৪ মার্কিন ডলার**

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
২৩ ডিসেম্বর ২০১২ : ১২৬৫০.৮২
২৩ ডিসেম্বর ২০১৩ : ১৮০৪২.৪২

রপ্তানির পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
নভেম্বর ২০১২ : ১৭৬৫.০৯
জুলাই-নভেম্বর ২০১২-১৩ : ১০১৩৩.৫৭
নভেম্বর ২০১৩ : ২২১২.৪৪
জুলাই-নভেম্বর ২০১৩-১৪ : ১১৬২৬.৬০

প্রবাসী আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
নভেম্বর ২০১২ : ১১০২.১৫
জুলাই-নভেম্বর ২০১২-১৩ : ৬১১৪.৪৭
নভেম্বর ২০১৩ : ১০৫১.১০
জুলাই-নভেম্বর ২০১৩-১৪ : ৫৫৫১.৭৪

ঋণপত্র (এলসি) খোলা (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
অক্টোবর ২০১২ : ২৭১০.২২
জুলাই-অক্টোবর ২০১২-১৩ : ১১৪৫৮.৪২
অক্টোবর ২০১৩ : ২৮৭৩.৭৬
জুলাই-অক্টোবর ২০১৩-১৪ : ১২৪৭৮.৪৪

ব্রড মানি (M2) স্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)
অক্টোবর ২০১২ পর্যন্ত : ৫৫১১.৫৬
অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত : ৬৪০৩.১৭

রিজার্ভ মানি স্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)
অক্টোবর ২০১২ পর্যন্ত : ১১১৯.৭৯
অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত : ১২১৩.৫০

মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের স্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)
অক্টোবর ২০১২ পর্যন্ত : ৫৩৬৭.৬৫
অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত : ৫৯৪৬.২০

বেসরকারি খাতে ঋণের স্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)
অক্টোবর ২০১২ পর্যন্ত : ৪২২৫.৩৮
অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত : ৪৬৯১.৬৫

জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক**
নভেম্বর ২০১২ পর্যন্ত ১২ মাসের গড় ভিত্তিক - ৬.২৫
পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিক - ৬.৫৫
নভেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ১২ মাসের গড় ভিত্তিক - ৭.৫১
পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিক - ৭.১৫

(উৎস : তথ্য ও জনসংযোগ উপবিভাগ, গভর্নর সচিবালয়
**= নতুন ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬=১০০ অনুসারে*
***= নতুন ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬=১০০ অনুসারে)*

স্মারক নোটে নিজের ছবি

এক লাখ টাকার একটি নোট। নোটের ওপর আপনার নিজের ছবি। এরকম একটি স্মারক নোট চাইলে চলে আসুন টাকা জাদুঘরে।

টাকা জাদুঘরের শুরু থেকেই এখানে চালু রয়েছে স্মারক নোটে নিজের ছবি ছাপানোর সুযোগ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাদুঘরেও এরকম ব্যবস্থা রয়েছে। সেই ব্যবস্থা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই টাকা জাদুঘরের জন্মলগ্ন থেকে এ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঢাকার মিরপুরে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীতে স্থাপিত টাকা জাদুঘরে আসলে মাত্র ৫০ টাকার বিনিময়ে আপনিও আপনার ছবি সম্বলিত একটি স্মারক নোট ছাপিয়ে নিতে পারেন। এজন্য সময় লাগবে মাত্র পাঁচ মিনিট।

নিজের ছবি দিয়ে মনের মতো স্মারক নোট তৈরি করা যায় টাকা জাদুঘরে

প্রথমে আপনি ছবি তোলার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে নির্দিষ্ট চেয়ারে বসবেন এবং পাঁচ মেগাপিক্সেল রেজুলেশনের ক্যামেরা দিয়ে আপনার একটি ছবি তোলা হবে। যা দেখতে পাবেন আপনি আপনার সামনের মনিটরে। যে সহকারী উপস্থিত থাকবেন তিনি আপনার ছবি বসিয়ে দেবেন টাকার ওপরে। এ পুরো পদ্ধতিটি কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত এবং এর জন্য একটি বিশেষ ধরনের সফ্‌টওয়্যার ব্যবহার করা হয়।

ছবি তোলার পর এবার প্রিন্ট নেয়ার পালা। বিশেষ ধরনের কাগজে আপনার সামনেই প্রিন্টার থেকে বের হয়ে আসবে আপনার নিজের ছবি সম্বলিত এক লাখ টাকার নোট।

টাকা জাদুঘরের এই ব্যবস্থায় নোটের একটি মাত্র ডিজাইন ব্যবহার না করে একাধিক ডিজাইন ব্যবহার করতে পারলে এবং প্রিন্টকৃত কাগজটি যদি সত্যিকার টাকার আকারে দেয়া যেত তাহলে আরও বেশি আকর্ষণীয় হতো।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই-মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১, আরামবাগ, ঢাকা।